মহিলা।

(দ্বিতীয় অংশ)

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত।

' গাব গীত খুলি হৃদি দ্বার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট নং ৯।
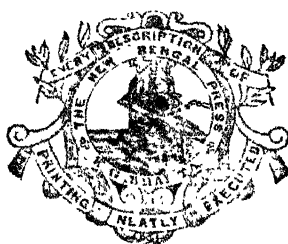
কলিকাতা :

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫ :

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮৯।

ভূমিকা।

মহিলা কাব্যের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইল; এবং আমিও নিজ অবশ্যকর্ত্তব্য হইতে আংশিক মুক্তি লাভ করিলাম। পাঠক যদি হৃদয়বান্ হন,—দাম্পত্য-রত গৃহী হন, ইহাতে রুচির উপযোগী উপাদেয় প্রাপ্ত হইবেন। প্রতীত হইবে, দেহার্দ্ধ-ভাগিনী-দেবী-মহিমা স্বর্গীয় লয়ে সঙ্গীত হইয়াছে;—কবির অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমের স্ফূর্ত্তি প্রতিশিরায় সংক্রমিত হইয়া শোণিত উষ্ণ ও বেগবান্ করিবে,—যেন নূতন চেতনার সঞ্চার হইবে,—অথবা অন্তরাত্মা সুখ স্বপ্ন দর্শনে আগ্রহভরে জাগরিত হইয়া উঠিবে। স্বরূপতঃ যদি আমরা সম্বন্ধ-অন্ধ না হইয়া থাকি, তবে এই অতুল কবিকীর্ত্তি অভিনন্দনীয়, সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত ইহাতে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করিলাম। যে শৈশব-সঙ্গী ছায়ার ন্যায় চিরজীবন কবির অনুগমন ও অনুকরণ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকেই এই জীবনী সঙ্কলনের ভারার্পণ করিয়াছিলাম। পাঠক তাঁহার নাম যথাস্থলে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই জীবনী এত সত্বর সঙ্কলিত ও অনবকাশ-নিষ্পন্ন যে, কোনমতে ত্রুটিশূন্য নহে;—এরূপ সংক্ষিপ্ততায় সীমাবদ্ধ, যে, সামান্যতঃ কতিপয় স্থূল স্থূল সহজ ঘটনা মাত্র বিবৃত হইয়াছে। তথাপি ভরসা করি, ইহাতে যে সকল উপকরণ রক্ষিত হইল, তৎসহ কবির রচনা সকল সংযুক্ত করিলে ভাবী কালে চক্ষুর চরিতাখ্যায়ক নিরাশ হইবেন না।

"মহিলার" প্রথম অংশ পাঠ করিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সম্পাদক মহোদয়গণও কবির সঙ্কল্প-সিদ্ধি সম্বন্ধে একবাক্য। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-বাধ্য রহিলাম।

পটোল-ডাঙ্গার প'টোটোলা-নিবাসী প্রিয় সুহৃৎ বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনার্থ আর্থিক সাহায্য দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রকাশক।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা,
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট নং ৫।

মহিলা।

জায়া।

১
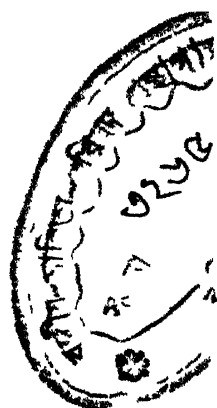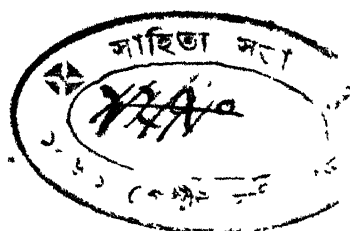
নদী-মধ্যভাগে যথা সন্তরিত জন
গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে সন্দেহ সনে কুল পানে চায় ;
কবির অবস্থা তাই,
আগে চেয়ে ভয় পাই,
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব তায় !—
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহায়।

২

মাতা মৃদু তটভাগ ভয়-হীন তায়,
না পাই সে শান্তভাব মাঝারে জোয়ায়,—
বিষম আবর্ত্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ;
রসিক ভাবুক জনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
শত দোষ পাইলে না প্রকোপ মাতায় ;
অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তায় ॥

৩

জাগিয়া প্রভাত ভানু দরশন হয়,
আবরিয়া আভা পাশে অভ্রচয় রয়,
তবু বিলোকিতে তায় আঁখি ব্যথা পায় ;
পূর্ণ গরিমার ভরে,
অভ্রহীন নভ পরে,
মধ্যদিনে রবিদ্যুতি, উদধির প্রায় ;
অকাতরে নয়নে কে নিরখিবে তায় !

৪

যৌবনে যুবতী-লীলা একে বুঝা দায় !
মিলিয়াছে প্রভূত-প্রভাব রূপ তায় !!
পুন চির বক্রগতি প্রেমের মিলন !!!

একে হই বোধ-হীন,
একাধারে হেন তিন !
দেবে না করিতে পারে তার নিরূপণ ;
আমি জড় জড়িত মানব মূঢ় মন !

৫

ক্ষিপ্ত হৃদে কি ভাব না বুঝে সুস্থ জন,
ক্ষিপ্ত হলে কহিতে না পারে বিবরণ ;
না পিয়ে না বুঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায় ;
যদি হৃদে ধ্যান লই,
নিজে বিমোহিত হই
রূপ প্রেম যৌবনের মোহিনী মায়ায় !
হৃদে মূর্ত্তি বিনা বাক্য হৃদয়ে না যায়।

৬

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার !
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার ;—
রাগ ভরে করি তব স্তবন পূজন !—
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধ গণে ;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
নিরাকারে ধ্যান নভ-কুসুম চয়ন !

৭

তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্তা তার,
অলঙ্কারী কুশ-শিখ-সূক্ষ্ম-মতি যার,
বিচরিয়া ভাব তব অন্ত নাহি পায়!
ঘটে পটে মত্ত যারা,
দেখিতে না পায় তারা,
মনোহরী তোমার সুষমা প্রতিমায়;
অচিন্ত্য অগম্য ভাষে অধ্যাত্ম বিদ্যায়।

৮

তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক অণু পদার্থ বিদ্যার;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতি সাংখ্যের তত্ত্বসার;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

৯

সব দ্রব্যে মধ্যভাগে বাস করে সার,
পাতাল স্বর্গের মাঝে প্রকৃতি ধরার;—
শীত গ্রীষ্ম মধ্যে ঋতুরাজের বিহার,

তরু মধ্যে সার ধরে,
মধ্যমা প্রধান করে,
হ্রস্ব স্থূল মাঝে সাজে মধ্যম আকার,
মধ্য-মণি শ্রেষ্ঠ মানি মণির মালার,

১০

জরা বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
মানুষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন,
আঁখি মধ্যভাগে আঁখি-মণির বিহার ;—
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাঝে
প্রেমভাব যথা সাজে,
তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
পূর্ণ চারু বামা-ভাব-সাকার-লীলার।

১১

মধ্যভাব দুই প্রান্তে বিহরে বিকার,—
পালন গৌরব ধর্ম্ম বিকার মাতার,
সেবা ধর্ম্মে লাঘব বিকার দুহিতার ;
স্ত্রী ভাবের প্রেম পাত্র,
সবে এক তুমি মাত্র,
স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর,
যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার।

১২

কোথা হেন ভাব আছে নাই যা তোমায়,
তোমায় না পাই যাহা সে রস কোথায়,
কি হেন সম্বন্ধ আছে তোমায় এড়ায়,
হেন ভোগ কোন খানে
না পাই যা তব স্থানে,
যা আছে এ ভবে, আছে সে সব তোমায় ;
তোমায় যা পাই, নাই কোথাও ধরায়।

১৩

কহিতে সম্বন্ধ লাজে ফুল্ল গণ্ড কার,
রঙ্গ-মগ্ন নগ্ন-অঙ্গ কে দেখায় আর ;
এত দুখ এত সুখ কে করে সৃজন ;—
শীতাতপ বর্ষাভরে,
হত হই শ্রম জ্বরে,
কার তরে কষ্টে করি ধন উপার্জ্জন ;
শীতাতপ বর্ষায় কে আরাম এমন !

১৪

কেবা হেন কামানল সুলভ ইন্ধন,
ব্যভিচার বৃদ্ধিতার কে বারে এমন ;
হেন ভীরু হেন বীর করে কোন্ জন ;—

কে কাছে থাকিলে পরে,
এত ভয় হয় নরে,
কার রক্ষা তরে হয় সাহস এমন ;
কে ব্যয় করায় হেন কে করে কৃপণ !

১৫

শোণিত-সম্বন্ধ-হীন কেবা হেন পর,
অৰ্দ্ধ-অঙ্গ আত্মীয় কে আর তার পর ;
হরে প্রাণ করে দান কে প্রাণ-নন্দন ;—
কে হেন বিবেক আর,
সমাগম রসে যার
পরিহরি সব মায়া স্বজন স্বগণ ;
কে নিগড় দৃঢ় হেন সংসার বন্ধন !

১৬

স্নিগ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত,
প্রহেলি-পুত্তলি ! সব তোমায় মিলিত ;
হেন দ্বন্দ্ব-মিল মিলে ঈশানে কেবল !
দুই বিপরীত যথা,
মধ্যভাব বসে তথা ;
বিষয় বিরাগ তুমি প্রেম ধর্ম্ম স্থল ;
দিব্য সুধা মত্ত সুরা তীব্র হলাহল।

১৭

কুন্তল কলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকী চমকী চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়,
তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দূর ললাট ভাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্রপল্লব ছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায়!

১৮

তোমা বিনা হই রসহীন উদাসীন,
কিম্বা পাই পশু-ধর্ম্ম হেয়-কর্ম্ম-লীন,
নরত্ব মহত্ত্ব পথে চালনা তোমার;—
আছে যায় অতি সুখ,
আছে অগণিত দুখ;
তুমি গ্রন্থ রচনা সংসার-পরীক্ষার,
তুমি সহাধ্যায়ী, গুরু, পুরস্কার তার।

১৯

অধীনতা অজ্ঞতা জড়তা দোষ চয়,
দেহ যোগে করে বাল্যে আত্মায় আশ্রয়;
হেয় পশু সম সুধু অন্ন পান চায়;—

জলমগ্ন জন প্রায়,
সব পূর্ব্ব স্মৃতি যায়,
কেবল যতন মাত্র জীবন রক্ষায় ;
স্মৃতির সন্ধানে ব্যগ্র বিবিধ খেলায়।

২০

জল ভেদি ক্রমে উঠে মৃণাল যেমন,
কুজ্ঝটী কাটিয়া ফুটে যেমন তপন,
ক্রমে হেন দেখা দেয় সরস যৌবন ;
আত্মা নিজ ভাব পায়,
বিশ্ব বিলোকিয়া চায়,
করে হৃদি ধ্যানের প্রতিমা অন্বেষণ,
তোমায় আনন্দময়ী, তার হারা-ধন !

২১

হেন দুখ মাঝে হেন সুখ কোথা আর,
যথা নর-জন্ম-মাঝে যৌবন সঞ্চার ;—
মরু মাঝে চারু দ্বীপ শ্যামল যেমন,
ঝটিকা নিশায় যেন
ঘন অবকাশে হেন
ক্ষণিক শশাঙ্ক ভাতি সংসার-রঞ্জন,
নিঃস্বের জীবনে যেন রাজত্ব স্বপন।

২২

কলেবরে কিবা রূপ বলের উদয়,
কিবা অজানিত-রস পূরিত হৃদয়,
কিবা অকাতরে চায় অটন রটন,
হৃদে ধ্যান কবিতার
উঠে কিবা অনিবার,
কিবা পূর্ণবলে দেহ আত্মা করে রণ,
অথবা কি উভয়ের প্রেম আলিঙ্গন !

২৩

মধ্য দিনে যথা আলো সকল ধরার,
কোথাও থাকে না আর ছায়ার আঁধার,
যৌবন আগমে তথা সব সুখময় ;—
হৃদয়ে আশার বাস,
প্রমোদ উল্লাস হাস ;
যদি দৈবে বিষাদ আগত কভু হয়,
সে চিত-কমলে জল কতক্ষণ রয় !

২৪

রূপ-মণি রবি-দ্যুতি হৃদয়-রঞ্জন !
যে না জানে সে গঞ্জিবে তোমায় যৌবন ;
অকণ্টক কমল কে করে ধরে আর,

অসিত নারকী যাহা
ধরার, আবরি তাহা
কে দেখায় উজ্জ্বল স্বর্গীয় ভাগ তার,
কে সকলে তনু ভার বহন আত্মার।

২৫

বাল্যের সারল্য রয়, চাপল্য পলায়,
রয় রূপ কলেবরে, অবলতা যায়,
হৃদে শুভ অনুরাগ আগ্রহ প্রবল,
প্রেম মৈত্রী পূর্ণ মনে
হাসি কাঁদি পর সনে,
নাই প্রৌঢ়-স্বার্থাসক্তি কঠিনতা ছল ;—
কোথা হেন সুশোভন গিরিসন্ধিস্থল !

২৬

তব তরে যৌবন সৃজিত এ সংসার !
তব প্রতি এ সংসার রাখিবার ভার;
বুদ্ধিবল হীন শিশু বৃদ্ধ দোঁহাকার ;—
তোমায় পালন চায়,
তোমায় জীবন পায়,
তুমি ধনী আর সবে দরিদ্র ধরায়,
যুবজানি যুবার অবনী অধিকার !

২৭

যুবায় সহস্র ত্রুটি ক্ষমি কি কারণে,
একমাত্রে দ্বেষ কেন করি প্রৌঢ় জনে?
প্রৌঢ় অপরাধ করে পূর্ব্ব চিন্তাসনে;
ভাল মন্দ যুবা করে
সময়ের বেগ ভরে,
মত্ত হয়ে উঠে ছুটে তুরঙ্গ যখনে,—
কে নিন্দে সারথি রথ কুপথ গমনে?

২৮

অন্তরে বাহিরে হেন দিব্য ভাব কার,
দিব্য চক্ষে হেরি দিব্য মুরতি ধরার!
কি জীবন-মুক্ত হেন ভাবের সঞ্চার!—
সাধি দেহ-ক্রিয়া চয়,
হৃদয় আনন্দময়,
সশরীরে হেন স্বর্গ ভোগ কোথা আর!
লীলাবতী-ললনা-মুরতি সুধা যার।

২৯

হে যৌবন! তুমি দূরবীক্ষণের প্রায়,
শত-গুণ-শোভা নারী-চন্দ্রে পাই যায়;—
মাংসের পুত্তলী ভাব সাধারণে যায়!

প্রপঞ্চ-জগত-সার,
শশী ভব-তমিস্রার,
পরশ রতন যেন ভিকারী আত্মার ;
তুমি বিনা কে প্রচারে এ প্রকৃতি তার !

৩০

শশি-বিভাসিতা নিশা, রম্য উপবন,
গন্ধবহ মন্দ মন্দ মলয় পবন,
কুসুম, কুঙ্কুম, চারু চন্দন লেপন,
নৃত্য গীত মহোৎসব,
যুবার এ স্বর্গ সব,—
যদি প্রেম চক্ষে চায় রমণী-রতন,
নতুবা সকলি তার ব্যথার কারণ !

৩১

যুবা কি কখন ভুলে কাঞ্চন-ছটায় ?
লোলুপ সে ললনার কপোল আভায় !
সম ভাতি হীরায় কি লোভ হয় তার ?
কভু প্রেমে চল চল
কভু মানে ছল ছল
নিরখি যুগল লোল লোচন প্রিয়ার !—
মঞ্জীর-ঝঙ্কারে কটু নিক্কণ মুদ্রার !

৩২

যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন,
নারী সনে সে যৌবন মিলন কেমন !
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন !
পুরুষ পাষাণ কায়,
যৌবন মিহির প্রায়,
প্রতিবিম্ব তায় তার রটে কি তেমন,
রমণী মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন ?

৩৩

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন ?
হবির পরশ ভরে কৃশানু যেমন,
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বরিষার
ধরে না রঙ্গের ভার,
লাবণ্য লহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায় !

৩৪

ইন্দ্রজালী মতি করে মাটি-গুটিকায়,
যৌবনে বর্দ্ধিত হেন কামিনীর কায় ;
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুসুম যেমন ;

ছদ্ম বেশী দেব-বরে
যেন নিজ রূপ ধরে ;
ধূলি-চারী তন্তুকীট বালিকা তখন
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন !

৩৫

সে দিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণা ভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে ;
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্র গমন ;
কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায় ;
ধূলা খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্মা-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন !

৩৬

কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভায় ?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায় ?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ;
বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার !—
মদালস সে লোল লোচন লালসার !—

৩৭

প্রাণের ফুল্লতা করে কপোলে প্রচার,
চিত্ত গজ, মত্ততা-গমন সাক্ষী তার,
অন্তর কুটিল, নেত্রে কুটিল সন্ধান,
হৃদির উল্লাস ভার
হৃদে না কুলায় আর,
বাহিরে প্রকটে কুচ বিপুল প্রমাণ !—
কি বর্ণিব বাক্যে, হরে অভিনয়ে প্রাণ !

৩৮

নারী হৃদে ভাব যত কে করে গণন !—
সরল সঙ্কর পুন সংকীর্ণ মিলন।
সে বুঝে যে সুচতুর সুরসিক হয়,
বচনে না ভাষে যায়,
প্রকারে হাঁ-বলে তায়,
শুন না নারীর কথা দেখ অভিনয়,
রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয়।

৩৯

কে শিখায় এ ছল সে মুগ্ধা বালিকায় !
ইক্ষু অঙ্গে বল কেবা শর্করা মাখায় !
কণ্টকের শির সূক্ষ্ম করে কোন জন !

কুসুম ফুটিলে পরে
কে তায় সুগন্ধ করে!
নারিকেলে জল করে কেমনে গমন!
কাঞ্চনের কলেবরে কে দেয় বরণ!

৪০

সহজ-সৌন্দর্য্য-সিন্ধু রমণীর কায়,
যৌবন-হিল্লোলে খেলে লহরী লীলায়!
রূপ সনে যৌবনের মিলন কেমন;—
কাঞ্চন রসান হেন,
কুসুম চন্দন যেন,
সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত যোজন,
বিদ্যা আর কবিতার মিলন যেমন!

৪১

শ্রী কান্তি সৌন্দর্য্য ছবি সুষমা আখ্যান,
জগতে কে জানে, রূপ, তোমার সন্ধান!
পুরে দূরে সদা তব সমাগম হয়;
দেখিলে হরষে ভরি
দ্রুত আলিঙ্গন করি,
হেন প্রাণ-প্রিয়বন্ধু আর কেহ নয়;—
সুধালে না পারি কিন্তু দিতে পরিচয়!

৪২

কোথা রূপ বসে, কে বা না জানে সংসারে,
কারে রূপ বলি, কে বা কহিবারে পারে ;
কোথায় কি ভাবে বাস, নয় নিরূপিত ;
নয়ন মেলিয়া চাই,
তোমায় দেখিতে পাই,
আঁখি মুদি দেখি তব বরণ চিত্রিত,
দ্বার রোধি ঘরে দেখি তোমায় উদিত !

৪৩

কৃশ স্থূল কি প্রসার বর্ত্তুল রচন,
কৃষ্ণ সিত নীল পীত পাণ্ডুর বরণ,
শীত উষ্ণ কোমল মসৃণ পরশন,
স্থির ধীর দ্রুত অতি,
কি ঋজু বঙ্কিম গতি,
কি মধুর কটু তিক্ত কষায় লবণ,
যথা তুমি তথা দ্রুত আত্মার গমন ?

৪৪

তব যোগে প্রিয় শশী পাণ্ডুর বরণ,
তোমা বিনা অতি ম্লান পাণ্ডুর বদন,
না জানি কি রূপে কর মিলন কোথায় !

ভাল নীল কাদম্বিনী,
ভাল পীত সৌদামিনী,
ধবল বলাকাবলি ভাল সাজে তায়,
তলে ভাল শ্যামলা মেদিনী শোভা পায়!

৪৫

তপনে কিরণ তুমি কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীত গুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার!

৪৬

তুমি পরিপূর্ণ স্বর্ণ-পান-পাত্র প্রায়,
মত্ত আত্মা লালায়িত আস্বাদিতে যায়;
হিয়া হিয়া বিয়া করে দূতী তুমি তার;
প্রকৃতি-প্রিয়ার হায়
অনুরোধ পত্র প্রায়,
যে আনে, সে নিতে পারে সকলি আমার;—
কিছু না অদেয় তারে কাছে আছে যার!

৪৭

সুন্দর মুখের আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে!
কে কাতর সুকোমল করের প্রহারে!
কে না পালে মৃগাক্ষী-ইঙ্গিত-আবাহন!
ব্যাভার না জানি যার,
আগে দেখি মুখ তার,
প্রকৃতি-পটের পরে আকৃতি-দর্পণ!—
গৃহ দেখে বুঝা যায় গৃহস্থ কেমন।

৪৮

রবির প্রকাশ রোধে হেন কোন্ জন!
রূপের প্রভাব রোধে সে নর কেমন।
শিশু বৃদ্ধ যুবা সবে অধীন সমান!
ধর বিদ্যা-জ্ঞান-বর্ম্ম,
তথাপি বিন্ধিবে মর্ম্ম,
অনিবার্য্য সৌন্দর্য্যের শরের সন্ধান!—
বিশ্বামিত্রে পরাশর প্রমাণ পুরাণ।

৪৯

মুগ্ধমতি ব্রহ্মা দেখি নিজ আত্মজায়,
লভে তথ্য সুবোধে রূপক-রচনায়;—
আত্মায় জনমে রূপ বিমোহে আত্মায়!

ঘাতকে হানিতে যায়,
লোলাক্ষী ফিরিয়া চায়,
পড়ে না কৃপাণ বৃথা যত্ন বার বার !
এ হেন মোহন-মন্ত্র হে রূপ তোমার !

৫০

তনুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল,
বল্গা ধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয় দল,
আপনি রমণী রথী, সারথি যৌবন,
মৃদুহাসি-বীরদাপে
হেলাইয়া ভুরু চাপে
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন !

৫১।

আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ;
না থাকে আহারে লোভ, রুচিবোধ রয় ;
হের হর-দৃষ্টিভরে
মদন পুড়িয়া মরে,
অরাতি সৌন্দর্য্যে তবু উদাসীন নয় !—
পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয় !

৫২

বসনে ভূষণে রূপ আবরি বাড়ায়,
যথা কাচ-কলস প্রদীপ-কলিকায়;
নাই, ক্ষতি নাই, ফুলে কি কাজ চন্দন;
রূপসীর রোষ যত,
প্রাণে তায় চায় তত;
হাসি দেখে বাসি স্বর্গ-নিবাসী যেমন;—
প্রাণ দিয়া ইচ্ছা করি অশ্রু নিবারণ!

৫৩

শিশু-হাসি দেখে যার উল্লাসে না মন,
কবিতা-কুসুম-ঘ্রাণ না পায় যে জন,
যে পিয়ে না রস বুঝে সঙ্গীত-সুধার,
নেত্রনীরে অবলায়
দেখে যে নয় দুঃখী তায়,
রূপের প্রভাবে বটে সে পেয়েছে পার!—
হেন দস্যু যে জন না কাছে যাই তার!

৫৪

হেন রূপ-যৌবনের মিলন যাহায়,
প্রিয়তমা—কোন্ বাক্যে বর্ণিব তোমায়!—
সরাগ যৌবনে প্রেম মিলনে তোমার,

যেন নব জন্ম নিয়া
কোন নব লোকে গিয়া
পেয়েছি পরম রম্য রহস্য প্রচার ;
ঘুচিল বালক নাম খ্যাতি মূঢ়তার !

৫৫

সে জ্ঞান কি এই, যাহা লভেছি তোমায় !—
মূষা-উক্তি মানব পতিত হলো যায় !
এই কি প্রলোভ-ফল আদিম জায়ার !
সত্য বটে আস্বাদনে
নব মতি উঠে মনে,
এ জনমে ভুলিব না সে বিকার আর !—
ক্ষতি নাই যায় স্বর্গ বিনিময়ে তার !

৫৬

পতন-কারণ হেন জানা যদি যায়,
পরম সুলভ তবে উত্থান-উপায় ;
যে ভূমে পিছলি পড়ে ধ'রে উঠে তায়,
কণ্টকে কণ্টক হরে,
জলে কর্ণ জল ঝরে,
বিষের ভেষজ বিষ পাই পরীক্ষায় ;
সুচতুর বুঝো সার সঙ্কেত কথায় ।

৫৭

হে প্রাণ-প্রতিমা! শুনি হেন বিবরণে
অভিমানী হও পাছে, ভয় বাসি মনে ;
নয় এ রূপক প্রিয়া তোমার গঞ্জন,—
নর নব নেত্র পায়
হেরে নিজ নগ্নতায় ;
তব যোগ ভোগ-তৃপ্তি মুক্তি-নিকেতন !—
তুমি স্বীয়া স্বর্গ-সৌধ-সোপান-শোভন !

৫৮

ইন্দ্রিয় যা চায়, পাই তোমায় সকল,
কামনার কুসুমে ক্রমশ ফলে ফল ;—
বন্য জন্তু বশে যথা আনে নরগণ,
নিগড় নিবদ্ধ পায়,
যথাযোগ্য ভক্ষ পায়,
ক্রমে বাধ্য হয় পেয়ে শাসন পোষণ ;—
রিপু দল শান্ত হয় তোমায় তেমন !

৫৯

অতীব অদম্য কাম দমন তোমায় ;—
নাই বয়ে খাই বড়, পাই পরীক্ষায়,
সদা অন্নে হাত যার ক্ষুধা নাই তার ;

নিজ ত্রুটি সংখ্যা নাই,
শতবার ক্ষমা চাই,
পেয়ে তবে মনে বুঝি মহিমা ক্ষমার ;
পর ত্রুটি বুঝি, দেখে ত্রুটি আপনার !

৬০

নর-হৃদে প্রভুত্বের বাসনা প্রবল,
জায়া তার যথাযোগ্য চালনার স্থল,—
যা চাও করিতে পার আছে অধিকার ;
তুমি সংসারের কর্ত্তা,
স্বামী পতি ভর্ত্তা হর্ত্তা,
কিন্তু পীড়া দিলে হবে পীড়া আপনার ;
প্রভু-কার্য্য পালন এ শিখান ভার্য্যার !

৬১

কেহ বলে ধন সব দোষের আধার,
কার মতে হয় ধন সংসারের সার,
প্রিয়ায় পেয়েছি হেন বিরোধ-ভঞ্জন ;—
ধন নিজে দোষালয়,
কিন্তু তায় ধর্ম্ম হয়,
পর তরে বিতরণ অর্জ্জন রক্ষণ,
বহুব্যয়ী কৃপণ বিমূঢ় দুই জন !

৬২

সুখে সুখী, দুখী যদি দুখে পরিজন,
অপরে আত্মতা মোহ কোথায় এমন !
লৌহে লৌহ কাটে কিন্তু বুঝ মনে সার ;—
দেহে আত্ম-ভ্রম যাহা,
মহা মোহাঙ্কুর তাহা,
প্রিয়া-প্রেম-মোহ দেখ মূল তুলে তার ;
ফলে ফুল ফুরবে রৌরব ফল যার।

৬৩

গুণবতী বনিতা নিলয়ে আছে যার,
তার সম মদগর্ব্ব আছে আর কার,
সংসারী সে সংসারের গণ্য এক জন ;
কিন্তু নারী চায় যত,
কে যোগাতে পারে তত,
পদে পদে ঘটে তায় গর্ব্বের ভঞ্জন ;
বুঝ সীতা স্বর্ণ-মৃগে লোভের লক্ষণ !

৬৪

কি মৎসর হই প্রিয়া তোমার কারণে,
জ্ব'লে মরি যদি ভাল বল অন্য জনে ;
কে জানে সন্ধান কত উপকার তার ;—

যে বা কিছু প্রশংসিত,
পেতে হ'ই ব্যগ্র চিত্ত,
মনে ভয়, পাছে তব অনুরাগ যায় ;—
হেন শুভ মৎসরতা কে আর শিখায় !

৬৫

হলাহলে, হয় যায় জীবের নিধন,
যুক্তিযোগে দেখ তায় বাঁচায় জীবন ;—
বৈদ্য যথা জানে তার শোধন ব্যাভার ;—
নরের প্রকৃতি-গত,
মহা মহা দোষ যত,
প্রাণান্তিক-পীড়া, প্রিয়া, পরিণাম যার,
গুণ হয় সবে তারা গুণেতে তোমার !

৬৬

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধি বৃত্তি দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধু-যাত্রি—পথ-হারা
তার যথা ধ্রুব তারা,
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;—
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান !

৬৭

অনূঢ়া কালের স্মৃতি মতি গতি ক্রিয়া,
বিবাহান্ত বিদ্যমানে দেখি মিলাইয়া,
সে পাবে প্রেয়সী তব মহিমা আভাস ;—
সে যেন সে নাই আর,
যেন নব জন্ম তার,
কত দোষ গত, কত গুণের বিকাশ,
এবে অজ্ঞ দ্বিজ বিজ্ঞ কবি কালিদাস !

৬৮

যথা দয়া ধর্ম্ম তথা, অকাট্য বচন ;—
সে দয়ার প্রস্রবণ কে আর এমন !
সে, বেদনা বুঝে কি সন্তান নাই যার !
নিজ হৃদে ব্যথা পাই,
পর ব্যথা বুঝি তাই,
নিজ-সুত হেতু পর-সুত মমতার ;—
দয়ার জনম-ভূমি ঘর আপনার।

৬৯

দোষাশক্তি নর-হৃদে কি আছে এমন ?
জায়ায় না হয় যার তোষণ পোষণ ;—
অন্যে দোষ বাড়ায় বা ছাড়াইতে চায় ;

প্রিয়া কি কৌশল জানে,
লোভ দিয়া লোভ হানে,
দেখ নারী-রঙ্গ চতুরঙ্গ-রচনায়,—
রক্ষোরাজ-রণ-মদ তৃপ্ত লুপ্ত যায়!

৭০

মাতা কাছে শিক্ষা পাই মানি না তখন,
প্রতাপি প্রেয়সী তার শিখায় পালন;—
তারে ডরি, করে যার দণ্ড পুরস্কার;—
আমি ভাল বাসি যারে,
সেই সে দণ্ডিতে পারে;
ব্যবস্থা-স্থাপক হেন ক্ষমতা মাতার;
প্রাড়্বিবাক্ প্রহরীর পদবী প্রিয়ার!

৭১

প্রিয়া শুনে দুঃখী হবে এ চিন্তা যেমন,
কিসেতে নিবারে আর কুকাজ এমন!
মরি মারি নিজ তরে ভয় নাই তার,
প্রিয়ার কি গতি হবে,
স্মৃতি হলে ক্ষমি তবে,
উদ্যত করের অসি করি পরিহার;
রাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি প্রেয়সী সাকার!

৭২

শীতাতপ-বর্ষা-ক্লেশে বিজন কাননে
যে আশায় জলাশায় বসে যোগি-জনে;
লোকালয়ে বসি প্রিয়া তব সঙ্গ ভরে,
অনায়াসে লভি তাই,
পায়স পলান্ন খাই,
বশে এনে পাঁচমিলে তপ করি ঘরে ;—
বেদিয়া ভুজঙ্গ নিয়া খেলা যেন করে !

৭৩

কংস-শভা এ সংসারে কৃষ্ণোদয় প্রায়,
নিজ ভাবে সবে প্রিয়া নিরখে তোমায় ;—
পয়োরূপা কারো কাম-ফণীর আহার,
কেহ হেরে দাসী যেন,
কারো নেত্রে মিত্র হেন,
কেহ দেখে শুধু পুত্র-রতন-ভাণ্ডার,
প্রেম-গুরু কারো বা কন্দুক খেলিবার !

৭৪

সংসার-স্বরূপা স্বীয়া সংসারের সার,
সংসারে না পাই স্থান তব উপমার ;
পরকীয়া সনে তোমা তুলে মূঢ় জন !

কমল কেতকী যেন,
গঙ্গা কর্ম্মনাশা হেন,
আবাস-আহার পর-আতিথ্য ভোজন,
ব্রহ্মানন্দী আর যথা মদ্য-মত্ত জন!

৭৫

পর সঙ্গে পাপ যাহা, পুণ্য তাহা ঘরে,
কলুষের কলুষতা কে বা হেন হরে;
পর সনে কুকর্ম্ম আখ্যান পশ্বাচার!
তব সঙ্গে সেই কাম,
কাম-জননীর ধাম,
হয় তায় সঞ্চিত সুকৃত-অবতার,—
পুন্নাম-নরক-ত্রাণ পুত্র নাম যার!

৭৬

সাধ্বী-গর্ভ-ক্ষীরসিন্ধু সুত-চন্দ্র সনে
কুলটার পাপ ফলে তুলে দেখ মনে,
উভয়ের প্রভেদ প্রকাশ পাবে তায়!—
সুধা আর সুরা হেন,
দেবতা দানব যেন,
সুরভীর স্তন-রস অর্ক-ক্ষীর প্রায়,
অথবা প্রভেদ যেন ভক্তি ভাক্তভায়!

৭৭

পরীক্ষায় পাই হেন প্রভেদ যখন,
কিরূপে কল্পিত বলি শাস্ত্রের লিখন ?
সে শুভ, যে সাধারণে জন-মনোনীত ;
পত্নী সহ বসি ঘরে,
কেবা না বিশ্বাস করে,
পরকীয়া সনে হই সমাজ-বঞ্চিত !—
তবু ভেদ বুঝে না সে বিধি-বিড়ম্বিত !

৭৮

অঙ্গে সত্য নাই হেন লিপি প্রকৃতির
ভাষে যায় কেবা স্বামী কোন্ রমণীর ;—
বিবাহ-ব্যবস্থা সত্য মানব-রচন ;—
যথা ইচ্ছা নর নারী,
সঙ্গ করিবারে পারি,
স্বভাবের বাধা তায় না পাই তেমন ;—
বিবাহের মন্ত্র সত্য মুখের বচন ;—

৭৯

বাঁধে বটে করে করে, বসনে বসন,
সত্য, তায় বান্ধিতে না পারে মনে মন ;—
দেখেছি দম্পতি-দ্বন্দ্ব দেবাসুর প্রায় ;—

শত স্থলে পরিণয়
হয় শত দোষালয়,
কিন্তু তবু মনের এ বিশ্বাস না যায় ;—
নাই পাপ ব্যভিচার সমান ধরায় !

৮০

বিবাহে প্রকাশ্য-আজ্ঞা নাই প্রকৃতির,
ইঙ্গিত-সম্মতি আছে ভেবে দেখ ধীর ;—
বহু কার্য্যে প্রকৃতি-স্বাধীন নরগণ ;—
কিন্তু বহু কাজে তার,
ঘটে পরে অপকার,
চাই তার শ্রেয়প্রেয় বুঝে আচরণ ;
নয় পশু-রীতি অন্ধ স্বভাব চালন।

৮১

পথ্যাপথ্য আহারে সমান অধিকার,
রাখিতে ছাড়িতে পারে তনু আপনার,
শুভাশুভ বিচার কেবল পরীক্ষায়;
স্বেচ্ছা-রতি যদি হয়
পরীক্ষার দোষালয়,
বিবাহে অবশ্য তবে স্বভাবের সায় ;
কোন্ যুক্তি কাটিবে প্রত্যক্ষ ঘটনায় ?

৮২

সে স্বভাব, সর্ব্বভূমে যাহার বিস্তার ;
কোথা দেশ, নাই যথা বিবাহ-ব্যভার ;
কোথা নিন্দনীয় নয় যথেচ্ছা-বিহার,—
পরম পণ্ডিত জনে
বিধি দিল যুক্তি সনে,
ধরায় না হলো তবু প্রচার তাহার ;—
কার বিধি, খণ্ডিবে বিধান বিধাতার !

৮৩

হে বিবাহ-প্রজাপতি দেবতা-যোজনা !
এ নর-সমাজ চারু তোমার রচনা,
নরত্বের সীমারম্ভ-প্রাচীর স্থাপন ;—
তোমায় লঙ্ঘিয়া যাই,
পশুর পদবী পাই,
কোথা রয় প্রেমময় সম্বন্ধ-বন্ধন !—
পিতা মাতা প্রিয় ভ্রাতা নন্দিনী নন্দন।

৮৪

প্রাণপণে জনকের যতন পালন,
সহোদর গণে চির প্রেমের মিলন,
প্রাণের প্রতিমা হেন নবীন কুমার,—

দেখা মাত্রে খেলা-ভঙ্গে
ধেয়ে কাছে আসে রঙ্গে,—
বসন্ত মলয় হেন পরশন যার,
সব এ সংসার-সুখ বিবাহ তোমার!

৮৫

তোমা বিনা সংসারের দুর্গতি যেমন,—
ভাবিলে হৃদয়ে কাঁপে সহৃদয় জন;
রয় না এ নর আর, পশু স্বার্থপর,—
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ
সন্তান রোরুদ্যমান,
আহার না দিতে পারে জননী কাতর!—
পরস্পরে ধরাপরে সব জন পর!

৮৬

খণ্ড-বস্ত্রে সূচী যেন মিলায় আবার,
খণ্ড-আত্মা যুগে তথা মিলন তোমার;—
তিন্‌ দিন মানবের জীবনে প্রধান,—
যেই দিন প্রসবিত,
যেই দিন পরিণীত,
সজ্জিত চিতায় হয় যে দিন শয়ান!—
আদি অন্ত দুঃখ, মধ্য সুখের নিধান!

৮৭

সেরূপ সুখের দিন হইবে না আর,
বর-নাম পরম উপাধি শ্রেষ্ঠতার!—
উত্তমর্ণ রাজার থাকে না অধিকার;
আমি বসি উচ্চাসনে,
নিম্নে বসে গুরু জনে,
সবে ব্যগ্র সম্পাদনে সন্তোষ আমার;—
সেই এক দিন পাই পদবী রাজার।

৮৮

রাজ-অনুরূপে দিয়া মুকুট মাথায়,
বাদ্যভাণ্ডে উচ্চ যানে গমন পন্থায়,
অনুচর হেন ভাব সঙ্গী সবাকার,
যুবা বৃদ্ধ নারী নরে
গৃহ-কার্য্য পরিহরে
ধায় সবে হেরিবারে আনন আমার;—
যে না পায় দেখিতে বিষাদ চিত্তে তার!

৮৯

সে সময় প্রিয়া তব আছে কি স্মরণ?
পরশিত মম করে প্রথম যখন
তব কর-কিসলয় অরুণ প্রকাশ!—

হৃদয় আবেগ ভরে
ঈষৎ কম্পন করে
নমিত অঙ্গুলি-শিখ—অলক্ত-নিবাস,
কি ক্ষুদ্র মুকুর-ভাতি নখরে প্রকাশ!

৯০

সঞ্চিত-সুকৃত-রাশি-ভোগ-নিকেতন
বাসরের ঘর—দৃশ্য অমর ভবন!—
অপ্সরা প্রবরা তব সখী দল তায়,
প্রাণের প্রবল ক্ষুধা
পানে তব বাক্য সুধা;
কি বিষম অরি লাজ বসিল তোমায়,
নিরব নিশ্চল স্থির আবরিত কায়!—

৯১

খুলে দিল কোন সখী বদনাবরণ,
হেরিলাম কুঙ্কুমিত লোহিত লপন!
রক্ত পট্টবাসে রক্ত দীপ বিভাসিত!
অচল অলকাবলী,
যেন শত সুপ্ত অলী;
নিমীলিত নয়ন সঘন বিকম্পিত;—
অমল পল্লবে মসি-নীলিমা লক্ষিত!

১২

নাই সে বিবাহ-নিশা বাসর-আগার !
নাই সে উদয়-মুখ যৌবন তোমার !
নাই সে উজ্জ্বল-বাস নাই আভরণ !
এবে গৃহকর্ম্ম ভরে
শীর্ণ ম্লান কলেবরে
ব্যস্ত ভাবে কর তুমি গমনাগমন !—
কি পরম রূপ তবু করি বিলোকন !

১৩

কাল তব গণ্ড-রাগ করেছে হরণ,
মম হৃদি-রাগ করে সে ক্ষয় পূরণ !
নাই আভরণ তায় নহি বিষাদিত ;—
প্রেম তব ভঙ্গী ভরে
প্রতি অঙ্গে শোভা করে,
আপাদ মস্তক আমি হেরি বিভূষিত ;—
কোন্ মণিকাঞ্চন তেমন বিভাষিত !

১৪

হে প্রেম—হে সুধাময়-প্রবাহ আত্মার !
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার !
মানব-মানস-কর-আকর্ষণী-প্রায় !—

যার যোগে মর্ত্ত্য পরে,
স্বর্গফল পাই করে;
যার আকর্ষণ বলে কেহ না এড়ায়;—
কি বারুণ-পাশ!—বিশ্ব বাঁধা যায় যায়!

১৫

হেন ওতপ্রোত স্রোত নাহি দেখি আর,
গতায়াত সমভাবে সমকালে যার;—
দান প্রতিগ্রহ দেখি অভেদ লক্ষণ;
যার দাস হয়ে রই,
তার আমি প্রভু হই;
দেখি, দেখা দেই, দুই অভিন্ন কেমন!—
পরস্পরে দেখা মুখ মুকুরে যেমন!

১৬০

হেন যোগ-সিদ্ধির কে বা না করে আশ,
নিজ দেহে থাকি, করি পর দেহে বাস!
এক কালে দু-দেহে দুজনে অধিষ্ঠান!—
একে প্রয়োজন যাহা,
অন্যের কামনা তাহা;
একে দিতে, নিতে অন্যে আগ্রহ সমান!—
না উঠিতে পিপাসা সরসী আহ্বান!

৯৭

নিয়া সুখ তত অয়, দিয়া বাসি যত ;
যত দেই, বৃদ্ধিসনে ফিরে পাই তত ;
ফিরে পেয়ে লাজে ফিরে দেই আরবার !
হেন মতে উভরায়
নিতে দিতে দিন যায়,
অবিরত নিজ পুরে উৎসব-সঞ্চার !—
জানি না কি ভাবে আছে বাহিরে সংসার !

৯৮

ছাড়ি জড় জগত অসম অচেতন,
আত্মা সনে আত্মার সঘন আলিঙ্গন !—
নিরাকারে নিরাকারে পরম বিহার !
দোঁহে দুই মুখ চায়,
সাকার প্রতিমা প্রায় ;
যদি কভু চোখে পড়ে সংসার বিস্তার !
যা দেখি, দেখি নি শোভা পূর্ব্বে হেন আর !—

৯৯

প্রেমীর নয়নেখিয়া কেমন দেখায় !
বিলাসীর গৃহ যেন উৎসব-নিশায় !—
কাচমালা কলসে আলোক তরঙ্গিত,—

রম্য চন্দ্রাতপ তলে
মনোহরা নারীদলে
ঝঙ্কারি মঞ্জীর যন্ত্র গায় প্রেমগীত ;
যার মুখ চাই দেখি সেই হরষিত ॥

১০০

হে প্রেম পরম রবি সংসার-রঞ্জন !
নর-হৃদি-কন্দর-তিমির-নিরসন !
পূর্ব্বরাগ শোভন অরুণ আগে যার,
করুণ মলিন অঙ্গে
অশ্রু শিশিরের সঙ্গে
পিছে মানময়ী সন্ধ্যা বিরহে সঞ্চার ;
আলোক পুলক মধ্য মিলন তোমার !

১০১

বিনাশিয়া অন্তরের আদিম আঁধার,
কি প্রভাত পূর্ব্বরাগ প্রচার তোমার !—
স্বপন ছাড়িয়া লভি পরম চেতন ;—
হৃদে ভাব হয় হেন,
সৌরভ পাইয়া যেন,
বনে অন্বেষণে ব্যগ্র কুসুম গোপন ;—
দূরের সঙ্গীতে যেন আন্দোলিত মন !

১০২

হয়েছিল কিশোরে সন্ন্যাসী সহোদর,—
বহুকাল পরে এলো অতিথি সুন্দর,
সেই মুখভঙ্গী তার সেই কণ্ঠ স্বর,
বারবার কাছে যাই,
জিজ্ঞাসিতে ভয় পাই,
আশা ক্ষোভ সংশয়ে হৃদয় থর থর ;
পূর্ব্বরাগ ভরে হেন বুঝিবে অন্তর !

১০৩

রচনার পূর্ব্বে যথা কবির কল্পনা,
জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী যথা ক্ষুব্ধ বিচারণা,
ভোজনের পূর্ব্বে যথা ক্ষুধা-উত্তেজন,
যথা বাহু প্রসারণ,—
আলিঙ্গন পূর্ব্বক্ষণ,
নবনীত আহরণে মন্থন যেমন,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ রীতি বিদিত তেমন।

১০৪

স্পর্শ হতে দৃশ্য চারু যেমন মণির,
লেপন অধিক প্রিয় ঘ্রাণ কস্তূরীর,
প্রাপ্তি-তৃপ্তি হতে রম্য শোভন আশয় ;

তৃপ্তি গুরু তুষ্টি ভরে
ক্লান্তি বাসে কলেবরে,
কুতূহল চপল বিলাস লালসায় ;—
সম্ভোগ অধিক রম্য পূর্ব্বরাগ তায় !

১০৫

পূর্ব্বরাগ ব্যাকুলতা না জানে যে জন,
সে কি পায় প্রেমে পূর্ণ-রস-আস্বাদন !—
যত্নলভ্য রত্ন বিনা না হয় যতন !
চিতে চিতে দোলাছুলি,
শূন্যে শূন্যে কোলাকুলি,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ খেলা সুন্দর এমন ;
হায় তায় বঞ্চিত অভাগ্য-হিন্দুগণ !

১০৬

জীবনের সুখ দুঃখ প্রস্রবিত যায়,
হেন পরিণয় করি লোকের কথায় !
বিনা পরীক্ষায় নেই মাথা পেতে ভার !—
কি গুণ কি রূপ তার,
কিছুই না জানি যার,
তারে করি সঙ্গী চির জীবন-যাত্রার !
না জানি কিরূপে চলে এরূপ ব্যাভার !

১০৭

ঘটকের বর্ণনায় ভাবি কল্পনায়,
প্রেয়সী রূপসী হবে অপ্সরার প্রায়;
শুভ-দৃষ্টিকালে ভাঙ্গে সে ঘোর স্বপন!
চীনা কবি চায় যাহা,
প্রিয়ার বদন তাহা,
দম্পতির হৃদে দুঃখ বিষণ্ণ বদন!
পুলকিত বিবাহে অপর সব জন!

১০৮

বহুস্থানে ঘটে রঙ্গ বিবাহে তেমন,
ঘটেছিল পার্ব্বতীর বিবাহে যেমন;—
কন্যার জননী উচ্চে কাঁদে উভরায়;
বরের গলিত-দন্ত,
বয়সের প্রায় অন্ত,
শুভ্র কেশ শিরে শোভে রজত বিভায়;
ইন্দুমুখী বালিকা সোঁপিতে হবে তায়!

১০৯

না দিলে বিবাহ, কন্যা অন্য-পূর্ব্বা হয়,
কেহ না করিবে আর তারে পরিণয়!
কি হইবে ঘটকেরে করিলে প্রহার!

পাত্র দেখেছিল যারে,
দেখিতে না পায় তারে,
বিবাহের বর দেখে অন্য জন আর!
হেন রঙ্গ ঘটকালী বিবাহ প্রথার!

১১০

যত দোষ আছে আরো বিবাহ প্রথায়,
শুন গিয়া শুধাইয়া কুলীন-কন্যায়;—
প্রৌঢ়া নারী অনূঢ়া—অবার ব্যভিচার,
বিবাহের পরে আর
নাই স্বামী-সমাচার,
সধবায় কারো বা অবস্থা বিধবার,
কোন বিধবার বা আচার সধবার!

১১১

না পাই যুক্তিতে, নাই শাস্ত্রের আদেশ;
করেছিল কবে কোন রাজায় নির্দ্দেশ;
প্রজা-হানি ভ্রূণ-হত্যা হেয় ব্যভিচার,
এ সকল দোষাধার,
দেশ হলো ছার খার,
তথাপি না শেষ হয় কৌলীন্য-প্রথার;—
কি প্রবল প্রমাণ হিন্দুর মূঢ়তার!

১১২

হেনরূপে হয়ে থাকে বিবাহ যথায়,
সে মূঢ়, দাম্পত্য-প্রীতি যে চায় তথায়!
আত্মার স্বাধীন স্রোত প্রেম তারে কয়;—
এ দেশে সম্বন্ধ হয়,
আর সবে কথা কয়,
মৌনানন বর পাত্রী দুই জন রয়;—
এ কি রঙ্গ যার বিয়া তার বিয়া নয়!

১১৩

নিজ অভিমতে যারা পরিণীত হয়,
তাদের অপ্রেমে অন্যে নিন্দনীয় নয়;—
মনোনীত দ্রব্যে যদি কভু দোষ পায়,—
আপনার লজ্জা তরে
যত্নে আবরণ করে;
পরদত্ত-ভার-দোষে প্রাণ জ্বলে যায়;
অন্তত সে বিবাহে প্রথমে প্রেম পায়।

১১৪

শিশু মুখে যথাকালে বচন-প্রকাশ,
যথাকালে বালিকার স্তনের উল্লাস,
স্বভাবেতে ঘটে যথা কত কাজ আর;—

তথা নর নারী মনে
সময়ের সংঘটনে
প্রেম-পূর্ব্বরাগ আসি জুটে একবার ;—
বহু স্থানে ঘটে তায় দোষ ব্যভিচার।

১১৫

বিবাহের পূর্ব্বে নাই পূর্ব্বরাগ-লেশ,
ধর্ম্ম-রক্ষা পালে পিতা মাতার নির্দ্দেশ,
পরে পরস্পরে ঘর করে দেশাচারে ;
পূর্ব্বরাগ ফুটে প্রাণে,
চায় তায় পর পানে,
জাতি খ্যাতি বিচারণা, নিবারিতে নারে !—
স্বভাবের নিয়মে নিয়ম সব হারে !

১১৬*

কিসে পূর্ব্বরাগ হবে বিবাহে ঘটন ?
ধূলায় খেলায় বালা বিবাহ তখন !—
পুতুলের বিয়া দেয় নাম জানে তায় ;
রাঙ্গা বরে হবে বিয়া
হেন বাক্যে ভুলাইয়া
সাজাইয়া বিয়া দেয় পুতুলের প্রায় !—
সে কি জানে কত সুখ দুঃখ আছে তায় !!

১১৭

পর-গৃহে করে পরে বালিকা গমন,
শিখে নাই হাতে তুলে ভুঞ্জিতে যখন ;—
পিতা মাতা সঙ্গী স্মরি কাঁদে উভরায়,
শাশুড়ী ননদী যারা
সদা গালি দেয় তারা ;
গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন প্রাণান্তিক দায় ;—
শমন সমান দেখে আপন ভর্ত্তায় !

১১৮

জননীর লালনের বয়ঃক্রম যার,
সে হলো জননী—সুত প্রসবিত তার !
অকালের ফলে শুভ না হয় কখন ;—
ভগ্নবপু প্রসূতির,
নিত্য পীড়া সন্ততির,
অকালে জনমে পায় অকালে নিধন ;—
যদি বেঁচে রয়, হয় ব্যাধি-নিকেতন !

১১৯

জাতি মধ্যে হিন্দুজাতি দয়াশীল অতি,
সে হিন্দু নিষ্ঠুর হেন নারী জাতি প্রতি !
কীট-নাশে পাপ বাসে যে জন এমন !—

কন্যা জায়া ভগ্নীগণে,
অকাতরে সেই জনে
নানামতে ব্যথা দেয় এ আর কেমন !
বিসদৃশ রীতি নাই কোথাও এমন !

১২০

সুতায় না কিছুমাত্র করে শিক্ষাদান,
দেয় তার বিবাহ না বিকশিতে জ্ঞান ;—
ধন লোভে কেহ করে অপাত্রে অর্পণ ;
কেহ কুল-রক্ষা তরে,
চিরানূঢ়া রাখে ঘরে ;
স্বামী সনে কারো নাই এ জন্মে মিলন !—
রমণী কোথাও নাই দুখিনী এমন !

১২১

পীড়া দিয়া কোন্ কালে ভাল হয় কার !
অনাথের নাথ নিজে বৈরী হন তার ;
হিন্দু রাজ্যে সুখ নাই যেখানে যাইবে,—
রোগে শোকে ধনে জনে,
সকাতর সব জনে
বিব্রত বিষাদ গত দেখিতে পাইবে ;
পাপে বিধি প্রতিকূল নিতান্ত জানিবে।

১২২

বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হতে অধিক এখন ;
করিতেছে বহুবিধ দেশ দরশন ;
বাড়িয়াছে বাণিজ্য শিখেছে শিল্প চয় ;—
দেশময় কি কারণ,
দুখী তবে সব জন,
দিন দিন অধোগতি কেন তবে হয় ?
পাপ প্রবলতা ভিন্ন হেতু অন্য নয়।

১২৩

অভ্যাসে প্রাচীন নাহি ছাড়ে দেশাচারে,
অবিরত মত্ত তারা বিষয়-ব্যাপারে ;
হঠ-বুদ্ধি যুবাদল বাক্যের সাগর,
বাক্যে দেবতার প্রায়,
কার্য্যে প্রেতে লাজ পায়,
ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর ;
হেন দেশে শুভ চায় সে জন বর্ব্বর।

১২৪

প্রাণ-পণে কতিপয় মহোদয় জন,
সাধিতে দেশের শুভ যত্ন অনুক্ষণ ;—
ধন্য ধন্য তোমরা হে কৃপা-নিকেতন !

ছাড়িয়া বিষয়-আশা,
নিজ-তনু-ভালবাসা,
নর-হিত-মহাব্রত করেছ ধারণ ;—
কবে তোমাদের মত হবে মম মন !

১২৫

কবে সে তৃতীয়-নেত্র ফুটিবে আমার !
দেখিব সকল ধরা এক পরিবার !
হেরি নর-মুখ হর্ষে ফুলিবে অন্তর !
আত্ম পর বিবেচনা,—
ক্ষুদ্রাশয় বিচারণা,
পাশরিব অভিমান ঘৃণা লাজ ডর !
হবে হৃদি বিমল শারদ সরোবর !

১২৬

সে পরশ-মণি আমি পাইব কোথায় !
লৌহ হৃদি স্বর্ণ হবে পরশিয়া যায় !
সে নিগূঢ় মন্ত্র আমি পাইব কেমনে !
পরে খায়, পরে পরে,
আমি বসি নিজ ঘরে,
আকর্ষিব রস তার অতি সংগোপনে ;—
পর নামে মম যশ গাবে দশ জনে !

১২৭

প্রাণের পরম অংশ হে প্রেম-নিবাস
প্রণয়িনী প্রিয়া, মম পূর্ণ কর আশ ;—
প্রেমের পরম রীতি দেখাও যতনে ;—
পর-সুখ-দুখ যাহা,
কিসে নিজ হয় তাহা ;
নিজ প্রাণ পর প্রাণে মিলায় কেমনে ;—
কেমনে অভিন্ন একে হয় অন্য জনে !

১২৮

হে প্রেম অদ্বৈত-জ্ঞান-নলিন-তপন !
পতিত-মানব-কুল-তারণ পাবন !
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আয়ত্ত তোমার ;
কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি,
বিপুল এ বিশ্ব ভূমি
এক প্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার,—
অপরান্ত কীলে—পদ-প্রান্তে বিধাতার !!

১২৯

পূর্ব্ব-রাগ-ভাব তব করেছি বর্ণন,
সে বুঝিবে সাধু-মতি সুজন যে জন ;
রবিকর সম তুমি ব্যাপক সংসার,—

কোথাও কমল ফুটে
প্রিয় পরিমল ছুটে,
কোথাও বা উঠে বাস্প পূতিগন্ধিকার ;
স্থান-ভেদে ফল-ভেদ পরশে তোমার !

১৩০

পরিণয় মানি বহু মঙ্গল আধার—
যদি প্রেম হয় প্রাণে তোমার সঞ্চার ;
তোমা বিনা বিবাহ কি বিভ্রাট ব্যাভার !
হৃদে প্রেম-ভাব রয়,
বাহ্য-কার্য্য পরিণয়,
করে যথা মুদ্রা, হৃদে ধ্যান দেবতার ;
কোন্ ফল ধ্যান-শূন্য-মুদ্রা-ধারণার !

১৩১

বেঁধে দেয় করে করে বসনে বসনে,
প্রেম বিনা কে বাঁধিতে পারে মনে মনে !
দুই দেহে হবে এক প্রাণের সঞ্চার ;—
শাস্ত্রে হেন বলে যাহা,
যুক্তি সনে মিলে তাহা ;
সংসার তলাসি পাই বিপরীত তার !—
পতি পত্নী যেন দেব দৈত্য অবতার !!

১৩২

ইহ-পর-কাল-সব-শুভ-নিকেতন !
মানব-অভাব-হর-পরশ-রতন !
বিমল-প্রদীপ ভব-আঁধার নিস্তার !—
দম্পতীর প্রেম হায়,
যোগী-যোগসিদ্ধি প্রায় ;
ভাগ্যবশে লভ্য প্রিয়া তোমার আমার !—
ভাবী ভাগ্য পাছে পুন বৈরী হয় তার !

১৩৩

প্রেমে হরিয়াছি দোষ বিবাহ-প্রথার,
জানিবে প্রেয়সী ইহা কৃপা বিধাতার ;
বিবাহের পূর্ব্বে দোঁহে না জানি দুজন ;—
কিন্তু পরিণয় পরে,
ব্যবহারে পরস্পরে,
পেয়েছি তোমায় ছিল বাসনা যেমন ;—
তব মনোগত কথা না জানি কেমন !

১৩৪

বিধিমতে করি তব প্রেম-সুধা পান,
প্রাণের অশুভ ক্ষুধা সব অবসান !
সুখ নাই ধনে কিম্বা লোকের পীড়নে,

বিদ্যায় না সুখ তত,
শাস্ত্রে পড়িয়াছি যত
নিশ্চিত বুঝেছি সব তোমার মিলনে—
সুখ লাভ হয় সুধু সুখ বিতরণে!

১৩৫

প্রেম-ভোগে-পরিতৃপ্ত-সুশীতল-মন
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন!
সকলে বিরক্তি বাসে ক্ষুধিত যে জন;—
মিটেছে বুভুক্ষা যার,
প্রফুল্ল আনন তার,
পর ক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন;—
নিঃস্ব নিকেতনে কোথা ধন বিতরণ!

১৩৬

যা আমি ছিলাম পূর্ব্বে যা আমি এখন,
অন্তরে ভাবিয়া বাসি একাকী দুজন!
শত ধন্যবাদ ইথে দেই বিধাতায়!
সব শুভ দাতা তিনি;
তার পরে প্রণয়িনী,
সকৃতজ্ঞে করি শত-চুম্বন তোমায়!—
সাক্ষাৎ কারণ তুমি শোধিতে আমায়!

১৩৭

সুরভাবে ফিরায়েছ অসুরের মন!
পরকাল-পথ-কাঁটা করেছ হরণ!
কেবল কি এই শুভ লভেছি তোমায়?—
ঐহিকের সুখ যাহা,
তোমায় পেয়েছি তাহা,
কত মতে তুষিয়াছি ভোগ-লালসায়—
ভুঞ্জিয়াছি রাজ-সুখ দরিদ্র দশায়!

১৩৮

এ বিশ্ব সংসারে পান ভোজন শয়ন,
সব জীবে করে, করে সব নরগণ;—
করে সবে সুধু প্রাণ ধারণ কারণ;—
পুণ্যফলে যার ঘরে
প্রণয়িনী নারী ধরে,
সেই পায় এ সবে বিশেষ আস্বাদন;—
সে বুঝে প্রকৃতি তৃপ্তি ভোগ বিশেষণ!

১৩৯

শত সূপকারে করে যদ্যপি রন্ধন,
সে কি হয় প্রেয়সীর পাকের মতন!
শত দাসে স্নান-সুখ হয় কি তেমন!

হেন শয্যা পাতিবারে
কিঙ্করী কি কভু পারে!
কোন্ জন করে হেন যতনে ব্যজন!
কে হেন যোগায় যথাকাল-প্রয়োজন!

১৪০

সম্পদে কি সুখবাসে একাকী যে জন!
হৃদে হৃদে প্রতিঘাতে উল্লাসে যেমন!
এক মাত্র হৃদে সুখ না হয় তেমন!—
বিপদ যামিনী-যোগে,
অসহায়ে তম-ভোগে,
কি যাতনা জানে তাহা একাকী যে জন!
কে সঙ্গিনী সুখে দুখে প্রেয়সী যেমন!

১৪১

প্রখর নিদাঘ-তাপে তপ্ত কলেবর,
নিদ্রা-শূন্য শয্যাপরে বিলুণ্ঠিত নর,
কি করিবে হেন গ্রীষ্মে, প্রিয়া নারী যার!
চন্দনের জল দিয়া,
ফুল পাখা রসাইয়া,
শয্যা-প্রান্তে বসিয়া বীজন অনিবার!—
নির্ব্বিঘ্নে নিবসে নিদ্রা নেত্রে আসি তার!

১৪২

সুগন্ধি কষায় দ্রব্যে রঞ্জি কেশপাশ,
স্নান-স্নিগ্ধ-অঙ্গে দিয়া সুচিকণ বাস,
সুগন্ধি তাম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত,
শীতল মৃণাল প্রায়,
হেন প্রেয়সীর কায়,
পরশনে নিদাঘের প্রভাব ভঞ্জিত;—
তায় প্রিয়া করে কায় চন্দন চর্চ্চিত!

১৪৩

শীতল চন্দন-জল, অঙ্গুলি শীতল,—
পরশে শিহরে অঙ্গ অনঙ্গ চঞ্চল;
সে চন্দন-চর্চ্চা বাসি হিম জলে স্নান!
সুরসিত শর্করায়,
কর্পূর জম্বীর তায়,
প্রিয়ার রচিত হেন পেয় পুন পান;—
ভীম গ্রীষ্ম ভুলে বাসি হিম বিদ্যমান!

১৪৪

শশি-বিভাসিতা-নিশা, মধুর পবন,
সৌধ-শিরে পরিপাটী পাটীর আসন!
গাঁথি প্রিয়া অম্ল-ফুল্ল মল্লিকার হার,—

সিঞ্চিয়া চন্দন জলে,
থরে থরে দেয় গলে !
হেন মতে যার গ্রীষ্ম-যামিনী বিহার,—
স্বর্গবাসী ঈর্ষাভরে হেরে সুখ তার !

১৪৫

খর-পূর্ব্বরাগ পরে মিলন যেমন,
তীব্র গ্রীষ্ম অন্তে স্নিগ্ধ বরিষা তেমন !
বিচিত্র জলদাবলী আবরে গগন,
তায় চপলার মেলা,
কামিনী-ইঙ্গিত-খেলা !—
ক্ষণে আল ক্ষণে তম ক্ষণে বরিষণ ;—
অভিনীত যেন ইহ মানব জীবন !!

১৪৬

ক্রমে দিবা যামিনীর ভেদ নাই আর !—
সিতাসিত দুই পক্ষ একই প্রকার !
ঝঞ্ঝানাদে স্থূলধারে ঘোর বরিষণ ;—
ভেকের সঙ্গীতভরে,
নীলকণ্ঠ নৃত্য করে,
কদম্ব সুগন্ধে বহে শীতল পবন !
এ কালে কি প্রাণে বাঁচে প্রিয়া-হীন জন !

১৪৭

অৰ্দ্ধরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গে জলদ-গর্জ্জন ;
জেগে শুনি অবিরাম বর্ষণ-নিস্বন,
দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ রঞ্জন ;—
প্রণয়িনী শঙ্কাভরে,
গাঢ় আলিঙ্গন করে ;—
পরস্পর দুই অঙ্গ মিলিত যখন,
কে না জানে অঙ্গ পায় অনঙ্গ তখন !

১৪৮

ভৃষ্ট তিল তণ্ডুল গোধূম ঘৃতপ্লুত,
(কালোচিত উপাদেয়) গন্ধচূর্ণ যুত,
প্রণয়িনী সযতনে পুলকে ভুঞ্জায়।
অঙ্গদ্যুতি নীলাম্বরে,
কাঞ্চিদাম তার পরে,—
সচপলা মেঘমালা শক্রধনু তায় !
ফুটে প্রাণ-কদম্ব শিহরে প্রেমকায় !

১৪৯

বরিষান্তে শরতের আদর কেমন !—
কলহান্তে সন্ধিযোগে শান্তির যেমন !
ঝঞ্ঝাবাত জলপাত অশনি গর্জ্জন,

সব উপদ্রব শেষ,
প্রকৃতির ধীর বেশ,
ছিন্ন ভিন্ন ইতস্তত মেঘের গমন,—
সমরান্তে যেন শ্রেণী-ভঙ্গ-সেনাগণ !!

১৫০

জল স্থল নভস্তল সকলি অমল,
ফুটিল কমল কাশ গ্রহ তারাদল,
দিনে ভানু খর, শশী সুরম্য নিশায়,
নিশা অবসানে শীত,
প্রিয়াকায় আলিঙ্গিত,
অর্দ্ধ জাগরিত অর্দ্ধ জড়িত তন্দ্রায়,
অর্দ্ধ আকর্ষিত অর্দ্ধ মিলিত ইচ্ছায় !

১৫১

গঙ্গা অঙ্গে ঢাকা কিবা রক্ত পট্টবাস !
লোহিত কমল বন পশ্চিম আকাশ !
নাই সন্ধ্যা রম্য হেন শরতে যেমন!
পুন বসি সৌধপরে,
শূন্যে হেরি নিশাকরে,—
পার্শ্বে হেরি প্রেয়সীর অমল আনন !
কালোচিত নানামত ভোগ আয়োজন !

১৫২

ক্রমে রবি-গর্ব্ব-হর শিশির-প্রকাশ,
উষায় সধূম ধরা—কুয়াসা উচ্ছ্বাস,
প্রভাত-আতপ রম্য কাঞ্চন বরণ;—
তত শীত বোধ নয়,
বহ্নি যায় প্রিয় হয় ;
মধ্য দিনে বাসি তাপ শরতে যেমন;—
পুর-ধূমে ঘোরা সন্ধ্যা তুহিন-পতন !

১৫৩

এ কালে দিবস অন্তে শিশির বর্ষণ,
বাহিরে না যেতে ইচ্ছা করে কোন জন;
প্রিয়া-হীন ঘরে বাস কোন্ সুখ তায় !
বসন আবরি অঙ্গে,
প্রাণ প্রণয়িনী সঙ্গে,
বাক্যালাপ কাব্যপাঠ কৌতুককথায়,
সে সুখী, যে কাটে কাল ললিত ধারায় !

১৫৪

নানামত শাক শালি জনমে নূতন ;
নানামত এ কালে ভোজন আয়োজন ;—
সুগন্ধ তণ্ডুলে রম্য পায়স রন্ধন,

খর্জ্জূরের রস যোগে,
পিষ্টকের উপযোগে,
উদর রসনা সম তৃপ্ত দুই জন !—
প্রিয়া বিনা কে করে এ ভোগ আয়োজন !

১৫৫

ক্রমশ হেমন্ত ঋতু প্রকটে ধরায় ;—
শার্দ্দূল সলিলে, সুধা বহ্নি-প্রতিমায়,
অতপ্ত আতপে ভ্রান্তি হয় চন্দ্রিকার ;
কাননে তরুর পরে,
উষার শিশির ঝরে,
শব্দ হয় যেন মৃদু মন্দ বরিষার !
শয্যা-ত্যাগে শোক বন্ধু-বিয়োগ প্রকার।

১৫৬

তরুণী তপন তুলা শীত-নিবারণ,
দেখ কবি বাক্যে অগ্রে তরুণী গণন !
সে সুখী যে প্রিয়া অঙ্গ আলিঙ্গি শয়ান !
যদি ভুলে দূরে শুই,
শীতে আসি মিলি দুই,
জানি নানা মত অঙ্গ-বন্ধন-সন্ধান ;
শীতে যত মিলায় তত না ফুলবাণ !

১৫৭

কিশোরান্ন পলান্ন সধূম উষ্ণতায়,
ঘৃত-যোগে সযতনে প্রেয়সী ভুঞ্জায়;
প্রিয়া-পাকশালে করি অনল সেবন,—
স্নান শৌচ আচমন,
উষ্ণ জলে সমাপন,
কি করিবে শীতে যার অঙ্গনা এমন!
সব কালে কালোচিত ভোগ-নিকেতন!

১৫৮

যোগী-যোগ পরীক্ষিতে, বিয়োগী বধিতে,
কামিনী-কটাক্ষ-শস্ত্রে তীক্ষ্ণ শাণ দিতে,
সাজাইতে পৃথিবীরে, বসন্ত উদয়;—
কুহু কুহু পিক ডাকে,
অলি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কুসুম সুগন্ধে মন্দ সঞ্চরে মলয়!—
কোমল বিকারময় জীবের হৃদয়!

১৫৯

পক্ষী না ছাড়িতে চায় পক্ষিণীর পাশ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে ধেনু সনে বৃষের বিলাস,
থাকুক সজীব কথা নির্জীব কেমন!—

রাগ কিসলয় পরে
হাস্য কুসুমের ভরে
তরুর পুলক, পেয়ে লতা-আলিঙ্গন ;
দেখে কি ধৈরজ মানে মানবের মন !

১৬০

দর্পকের দর্প নাহি সাজে তার কাছে,
কুটীল-কুন্তলা-কান্তা কাছে যার আছে ;
মলয় সেবন সুখে কুসুম চয়ন,
পুন বা যৌবন যেন
ফিরে এলো বাসি হেন,
অনঙ্গ উৎসবে সদা উল্লাসিত মন,
কাছে প্রিয়া পরিধিয়া বাসন্তী বসন।

১৬১

কত গুণ প্রিয়া তব করিব বর্ণন,
সব কাল সুখদা ভোগের নিকেতন !—
গ্রীষ্মের বিজন তুমি, বর্ষা আবরণ,
তুমি শশী শরতের,
তুমি রবি শিশিরের,
তুমি বহ্নি হেমন্তের,—শীতের ভঞ্জন,
বসন্তের বর্ম্ম,—ফুলশর নিবারণ।

১৬২

দিবা-নিশা-মান তব সমান যতন,
অগ্রে জাগরিতা, সর্ব্ব পশ্চাৎ শয়ন ;
অবিরত কার্য্যে রত ক্রীত দাসী প্রায়,
নিজ সুখে নাহি মন,
অনলস অনুক্ষণ
নানা মতে শুধু মম তুষ্টি সাধনায় ;
প্রকাশিব প্রেম কত লিখিয়া কথায় !

১৬৩

এ সংসারে আশা-ভঙ্গ, অরির পীড়ন,
খলের খলতা, নাহি ভোগে কোন্ জন !—
সব দুখ ভুলি দেখে বদন তোমার !
বাঁচে মরে মম তরে,
আছে হেন ধরাপরে,
এ হতে কি আছে আর ক্ষোভ-প্রতিকার !
আছে হৃদি নির্ভরিতে হৃদয় আমার !

১৬৪

যখন যখন ঘটে স্বাস্থ্যের পতন,
প্রিয়া তব প্রেম কত বুঝেছি তখন !
অনলসে অনশনে রাত্রি জাগরণ ;

ব্যথায় ব্যথিত তুমি,
হেন নাহি ধরে ভূমি;
শুশ্রূষায় করে অর্দ্ধ আময় হরণ;—
না পারে সংসারে হেন আর কোন জন!

১৬৫

বালক-ভর্ত্তার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
যুবার সর্ব্বস্ব তুমি অনঙ্গ-তোষিণী,
বৃদ্ধ জনে ভাব তব দ্বিতীয় মাতার;—
বৃদ্ধকালে নারী-হীন,
তার সম নাই দীন,
শত সুতবান্ যদি তবু দুখ তার,
নয় তুষ্টি মত নিদ্রা শয়ন আহার!

১৬৬

হেন মতে যে কালে যে কিছু প্রাণে চায়,
পাই পূর্ণ পরিমাণে প্রেয়সী তোমায়;—
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,
গণিকা গণিতা তুমি সুখদ শয়নে,
বন্দনায় বন্দী তুমি গুণের বর্ণনে!

১৬৭

শ্রেষ্ঠ নেত্র-সুখ মানি তব দরশনে,
নাই আলাপন হেন যথা তব সনে,
পরশনে হেন রস বাসি আর কার!
সব শ্রেষ্ঠ সুখ যায়,
কিসে উপমিব তায়!
আছে কি এ দেহে হেন কোন ভোগ আর,
সব ভোগ বিশেষে সম্ভোগ নাম যার!

১৬৮

বলুক কপট ভণ্ডে যা বলিতে হয়,
সে ভোগ সময় মত নিন্দনীয় নয়;—
নর বাক্যে খণ্ডিবে না ইচ্ছা বিধাতার
ভূত ভাবী বিদ্যমান,
হারাই তিনের জ্ঞান,
হেন তীক্ষ্ণ উগ্র পূর্ণ সুখ কোথা আর!—
ব্রহ্মানন্দ বিনা নাই স্থান উপমার!

১৬৯

প্রজা-সৃষ্টিকারী প্রতিনিধি বিধাতার,
তদুচিত সুখভোগ সে সময়ে তার;—
সম সুখ দুঃখ এক মতি এক প্রাণ,—

এক কার্য্য ফল যাহা,
দোঁহে তুল্য লভ্য তাহা,
দুই জীবে হেন এক জীবের বিধান,—
কেবল মিথুনে মাত্র পাই বিদ্যমান !

১৭০

যদিও না কাম বটে প্রেমের কারণ,
প্রেম হতে হয় কিন্তু কামের জনন ;
দোঁহে দোঁহা সুখ চায় প্রেমী দুই জন ;—
দেহ সুখ হেন আর,
নাহি ধরে এ সংসার,
পরস্পার দিতে তায় হয় ব্যগ্র মন ;
এরূপে বুঝিবে প্রেম কামের কারণ।

১৭১

ধিক্ হেন রীতে যার বিপরীত ঘটে,
কাম হতে পামরের প্রেমভাব রটে ;—
প্রেম আর কামাচারে প্রভেদ বিস্তর ;—
কাম নিজ-সুখ চায়,
পর-সুখ সাধনায়
কায় মনে প্রেমীর যতন নিরন্তর ;—
করুণা-নিকেত প্রেমী, কামী স্বার্থপর !

১৭২

চাটু বাক্যে মন তোষা বাস ভূষা দান,
না হয় প্রেমের ইহা নিশ্চিত প্রমাণ ;
সেই সত্য প্রেম, হেতু নাহি পাই যার !
সে প্রেম না প্রাণে যথা,
কি সুখ সম্ভোগে তথা,
স্বাদু-রুচি-হীন শুধু ক্ষুধার আহার ;—
এ নয় মানব রীতি পশুর ব্যাভার !

১৭৩

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে মিলন সঞ্চার,
মিথুন-মিলন বাহ্যে অনুক্রিয়া তার ;
দেহ মিলে কি সুখ, না মিলে যদি মন !
দেহে কি তেমন পারে
পরস্পর মিলিবারে !
কাষ্ঠে কাষ্ঠ হেন দেহে দেহের মিলন,
মনে মনে—দীপশিখা-যুগল-যোজন !

১৭৪

অবয়ব-মাধুরী বা উজ্জ্বল বরণ,
বাহ্য-রূপ আকর্ষণ রয় কতক্ষণ !—
গন্ধ পান পরে ফুল না বাসি তেমন !

ভোজন উচ্ছিষ্ট যাহা,
হোক্ উপাদেয় তাহা,
তথাচ ঘৃণার সহ করি বিলোকন ;
পরিধানে ম্লান হয় উজ্জ্বল বসন।

১৭৫

প্রেমের বিলাস যথা সঙ্গীত শ্রবণ,—
শুনি যত হৃদে তত কামনা বর্দ্ধন ;—
প্রত্যেক বিরাম তার ক্ষোভের কারণ !
যখন উদয় মনে,
বাঞ্ছা হয় সেইক্ষণে,
তৃপ্তি অবসাদ তায় না হয় কখন ;—
সুখ দুঃখে রয় স্মৃতি হৃদয়-রঞ্জন !

১৭৬

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে প্রথম মিলন,—
অটনের ক্লান্তি অন্তে সুষুপ্তি যেমন !
না থাকে আশঙ্কা ক্ষোভ কামনা তখন ;
আত্মা পূর্ণ ভাব ভরে,
আত্মায় বিহার করে !
জাগিয়া হৃদয়ে পাই করি অন্বেষণ
শুধু এক মোহময় সুখের স্মরণ !

১৭৭

হেন সুখ বর্ণিবারে শক্তি বটে তার,
হইয়াছে হেন সুখ স্বাভাবিক যার!
সুরায় অভ্যস্ত জন টলে না সুরায়;
আমি বৃথা যত্ন করি,
যদি হৃদে ভাব ধরি,
আলুলিত হয়ে যায় তুলিতে কথায়;—
ভাবুক বুঝিবে ভাব নিজ ভাবনায়!

১৭৮

পূর্ব্ব-রাগ মিলন এ দুই ভাব পরে,
উদিত বিরহ ভাব প্রেমীর অন্তরে;
হে প্রেমী বিরহ নামে করো না বিদ্বেষ!
সুখ ভোগে যোগ্য সেই,
দুখে নয় দুখী যেই,
সুপাত্রের আছে এই পরম বিশেষ;
সে প্রেমী যে ভুঞ্জে প্রেম আদি মধ্য শেষ!

১৭৯

বিরহ ত্রিবিধ পুন শুন সাবধান,
মান কিম্বা প্রবাস বা প্রেম-অবসান;—
আরাধনা ত্রুটি হয় মানের কারণ,

নিজে যার মান আছে,
মান সাজে তার কাছে,
মান বুঝে সেই পুন মর্য্যাদা বাড়ায়;
কিম্বা মান মাণ প্রেম পরিমিত যায়।

১৮০

নীলাম্বরে ঢাকা তনু বিবর্ত্ত বদন,
কাছে সকাতর কান্তে নাই দরশন,
যত স্তুতি অভিমানে তত গলে মন;
চরমে পরম যুক্তি,
আছে জয়দেব-উক্তি,
"দেহি পদপল্লব" মানের সমাপন;—
মিলন মানান্তে—শশী মেঘান্তে যেমন!

১৮১*

প্রেমে দুখ নাহি হেন প্রবাস যেমন,—
হৃদয়-কমলে যেন তুষার পতন!
যার সনে মিলনে ব্যাঘাত বাসি হায়,—
জনপদ নদ বন,
প্রবীণ পর্ব্বত গণ,
কেমনে সহিতে পারি ব্যবধান তার!
এ হতে যাতনা প্রাণে কিসে হয় আর!

১৮২

এক আকাশের তলে জীবিত দুজন,
এক রবি শশী দোঁহে করি দরশন,
পরস্পর দুজনে না দেখি দুই জন;
যে দিকে নিবসে প্রিয়া,
আসে বায়ু তথা দিয়া,
সে দিকে অনা'সে উড়ে যায় পাখিগণ,—
আমি চেয়ে দেখি বৃথা করি আকিঞ্চন!

১৮৩

অস্তগত ভানু ক্রমে শশাঙ্ক উদিত,
যেন ইন্দ্রজালে বিশ্ব বর্ত্তিত রঞ্জিত!—
কাননের শিরে নদী হেম-কান্তিমার!
লুপ্ত জন-কোলাহল,
প্রশান্ত মেদিনীতল,
প্রবাসীর সুখ দুখ জড়িত বিকার!
বিচিত্র চিত্রিত ছায়া মাঝে চন্দ্রিকার!—

১৮৪

কাল ভুজঙ্গিনী হেন লক্ষিত রজনী,—
শির পরে বিধু যেন বিরাজিত মণি!—
পূর্ব্ব-স্মৃতি ফণা তুলি দংশে বার বার;

যত সুখ লভিয়াছি,
যত কটু কহিয়াছি,
এখন সে সব হৃদে উঠে অনিবার!—
নাই রাত্রে অশ্রুপাতে ব্যাঘাত লজ্জার!

১৮৫

প্রবাসে যে না গিয়াছে ছাড়িয়া প্রিয়ারে,
কত ভাল বাসে তা কি সে জানিতে পারে!
প্রবাস, পরম কষ্টি প্রেম-পরীক্ষায়!
যে জন প্রবাসে গিয়া
ভুলে থাকে পর নিয়া,—
সে কপট, প্রেম তার কেবল কথায়!
প্রবাস, আহুতি সত্য প্রেমের শিখায়!

১৮৬

হেন প্রবাসের পরে মিলন কেমন,—
রাজগৃহে জাতিস্মর জনম যেমন!—
বিদ্যমান সুখে পূর্ব্ব দুখের স্মরণ;—
হৃদে না হরষ ধরে,
অবসাদ কলেবরে,
অনিবার অশ্রুধার হৃদয়-নর্ত্তন!
অকস্মাৎ দুখনাশ দুঃসহ এমন!

১৮৭

মন ভেঙ্গে যায় হয় প্রেম অবসান,
প্রেমে প্রবঞ্চনা হয় ইহার নিদান;
যথা কাযাচার তথা এইরূপ হয়।
বিষম খলের মেলা,—
মেঘে সৌদামিনী-খেলা
ক্ষণমাত্র, পরক্ষণ অন্ধকারময়!—
অশনির সম্ভাবনা প্রাণান্তিক ভয়!

১৮৮

বিরহ বিদিত এক অপর প্রকার,
অনিবার নাই যার প্রতিকার আর!—
প্রেমের উৎসবে মত্ত দুজন যখন,
বিনা প্রিয়-মুখ ধ্যান,
নাহি আর কোন জ্ঞান,
সন্ধি বুঝে সংগোপনে অশান্ত শমন
এক জনে হরে লয়, রয় অন্য জন।

১৮৯

হৃদে হৃদে পরস্পরে হেরিতে হেরিতে,
দুজনে মরিতে পারে হাসিতে হাসিতে;
একে মরে অন্যে রয় সে হয় কেমন,—

শার্দ্দুল অর্দ্ধেক কায়
দশনে চর্ব্বিয়া খায়,
অপরার্দ্ধে রয় যথা বেদন চেতন!
পূর্ণ-মৃত্যু হ'তে হেয় অপূর্ণ-জীবন!

১৯০

হেন শোক হৃদি-পুরে প্রবেশিত যার,
জীবন গণিত তার জরার প্রকার;—
সুখ দুখ তার কভু বাড়িবে না আর!
লক্ষ জন মাঝে রয়,
তথাচ সে লক্ষ্য হয়;
কভু না উৎসাহ তার উৎসবে ধরার,—
সঙ্কীর্ত্তনে শব যেন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার!

১৯১

বিষাদ-প্রতিমা হেন যে দেখিতে চায়,
দেখুক সে আসিয়া হিন্দুর বিধবায়!—
বসনে ভূষণে পানে অশনে শয়নে,
কিছুতে না সুখলেশ,
ধরা হয় মরুদেশ;
দিন যায় দীর্ঘশ্বাস অশ্রু-বরিষণে!—
দিনশেষে দিন দিন শেষ-দিন গণে!

১৯২

পূত মনে যার হেন সত্য আচরণ,
পবিত্র সে পুর, নারী যেখানে এমন!
কিন্তু ভোগ-লালসা প্রবল হৃদে যার,
সমাজ-শাসন ডরে,
বাহ্যে মাত্র ভাণ ধরে,
সংসারে না অভাজন সমতুল তার!
অতি সে নিষ্ঠুর দেশ নিষ্ঠুর ব্যাভার!

১৯৩

লোকে কি কখন পারে লোকের কথায়
নিবাইতে অনিবার প্রকৃতি-ক্ষুধায়!
ক্ষুধিতে না পায় যদি উচিত ভোজন,
হিতাহিত জ্ঞান যায়,
গোপনে অভক্ষ্য খায়,
লোক-নিন্দা কি করে সে গণে না মরণ!
বৃথা নিন্দা মানবের—মানবের মন!

১৯৪

ভাল ছিল হিন্দু-দেশে সবলে বান্ধিয়া
বিনাশিত বিধবায় চিতায় দহিয়া;—
একদিনে এড়াইত জীবনের দায়,

দিন দিন আমরণ
দহিত না অনুক্ষণ
শাসন-বন্ধনে শুয়ে ক্ষোভের চিতায়!—
না কাটিত করাতে মরিত অসি ঘায়!

১৯৫

হিন্দুর আশ্চর্য্য কিবা লজ্জার সংস্কার!
অতিলাজ বাসে দিতে বিয়া বিধবার!—
কন্যা ভগ্নী ব্যভিচার লাজ নাই তায়!—
শত ভ্রূণহত্যা করে,
সে পাপে না কেহ ডরে;
নরকে না ডরে, ডরে নরের কথায়!!
যাক্ ধর্ম্ম, দেশাচার রক্ষা যদি পায়!!!

১৯৬

স্বাধীন যুক্তির সনে না হয় মিলন,
যে আচারে হয় মাত্র জীবের পীড়ন,
দেশময় যার দোষে যায় ছারখার;—
হিন্দু বিনা হেন কেবা,
সে আচার করে সেবা,
থাকিতে সুলভ হেন প্রতিকার তার!—
সমাজের অধীন সমাজ-ব্যবহার।

১৯৭

শাস্ত্রের বিধানে যদি কর কেহ বল,
নয় শাস্ত্রে অনুরাগ কেবল সে ছল;—
পালিতেছে শাস্ত্রের বিধান কোন্ জন!—
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া যাহা,
ব্রাহ্মণ কি করে তাহা,
তবে কেন কর শুধু অবলা-পীড়ন!
বিশেষতঃ শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝে কয় জন।

১৯৮

সমাজের শুভ যাহা নিজ কালে গণে,
বিজ্ঞগণে লিখে তাহা অজ্ঞের শাসনে;—
কালগতে সে শাস্ত্রে না ফল পাই আর;
বাল্যের বসন যাহা,
এবে পরিধিলে তাহা,
শীতাতপ কখন কি হয় প্রতিকার!
যথা জন-সমষ্টি সমাজ তথা তার।

১৯৯

অতএব ছল ছাড়ি ভারতীয় গণ,
বিধবার নেত্রনীর কর নিবারণ;
পুরুষ বিহনে নাই বন্ধু অবলার!

শুভ অনুষ্ঠান যাহা,
বিফল হবে না তাহা,
দেশ হিতে পাবে হিত প্রতিপরিবার ;
কানন বাড়িলে বাড়ে সব তরু তার ।

২০০

বয়স্থা বিধবা নারী ঘরে আছে যার,
দেখ দেখি কোন্ দিন সুখ আছে তার !
পিতা মাতা দহিতে সে জ্বলন্ত অনল !
অন্তরের ক্ষোভ ভরে,
সদা সে কলহ করে,
জ্বালাতন করিবারে সদা চায় ছল ;
যারে সুখী দেখে তারে ভাবে পরদল ।

২০১

অতি মহাজন তিনি, দুখ বিধবার
প্রতীকারে ভারতে প্রথম যত্ন যাঁর !
বিচ্ছেদ আত্মীয় সনে, লোক তিরস্কার ;
এ সব না গণি মনে,
বুঝালে অবোধ গণে,
শাস্ত্রযুক্তি সাপক্ষ বিবাহে বিধবার ;
ধন্য মহোদয় তব মতি করুণায় !!

২০২

তবু ভারতীয় গণ অবোধ এমন,
দূষ্য-দেশাচারে বলে ধর্ম্ম-সনাতন !
করে দল-চ্যুত বিবাহিতা বিধবায় !
চিরব্যক্ত ব্যভিচার,
ভ্রূণহত্যা জানে যার,
অম্লান বদনে মনে তার অন্ন খায় ;
এ হেন মূঢ়তা আর কোথায় ধরায় !

২০৩

হে প্রেয়সি ! বলি শুন মম অভিপ্রায়,
চির-স্থায়ী নয় কভু মানবের কায় ;
তব অগ্রে আমি যদি ছাড়ি এ ধরায়,—
দেহ-সুখ সম্ভোগিতে,
বাঞ্ছা যদি থাকে চিতে,
কুণ্ঠিত না হবে কভু সমাজ-শঙ্কায় ;—
করিবে বিবাহ পুন আপন ইচ্ছায় ;—

২০৪

কিন্তু পাত্র বিচারিয়া করিবে বরণ,
তব যোগ্য সেই,—বিজ্ঞ ধার্ম্মিক যে জন ;
পরলোক হতে আসি যখন তখন,

তব সুখ নিরখিয়া,
সুখী হবে মম হিয়া,
ভাগ্যবান্ সে জনে করিব দরশন ;
স্মরিবে কি প্রণয়িনি আমায় তখন ?

২০৫

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো কভু আমি তোমা ছাড়া নয় !—
অলক্ষ্যে চরিব সদা নিকটে তোমার ;
তব ভাবী বিঘ্ন যাহা,
আমি যদি জানি তাহা,
আগেতে সঙ্কেতে দিব সমাচার তার ;—
উপস্থিত বিপদে সাধিব প্রতীকার !

২০৬

নরাঙ্কিত, আকস্মিক উদ্বেগ-স্বপন,
এ সব মানিবে মম সঙ্কেত বচন ;
পতিত-পদার্থ যদি নাহি লাগে গায় ;—
জানিবে আমার করে,
ফেলিয়াছে স্থানান্তরে ;
বিষধর দেখ যদি কাছ দিয়া যায়,—
জানিবে সে দংশিল না মম তাড়নায় !

২০৭

প্রভাতে হাসিব আমি বসিয়া তপনে,
হেরে তব রক্ত-মুখ নব জাগরণে !
দ্বার-রন্ধ্রে রবিকর নয়ন আমার;—
অলস-কলুষ ভরে
বসিবে শয্যার পরে,
চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার ;—
বেশভূষা দলিত, গলিত বেণীভার !!!

২০৮

প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীর-শঙ্কায়,
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্ত-শিখা প্রকম্পিত তার,—
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার !!
নিবিলে জানিবে, খেলা কৌতুক আমার !!

২০৯

সৌধ পরে যখন সেবিবে সমীরণ,
প্রলম্ব-অলকা-পুঞ্জ উড়িবে কেমন !
বাসিবে কপোলে অতি শীত-পরশন,

অঞ্চল চঞ্চল হবে,—
বাতাসের মৃদু রবে,
সকরুণে তোমায় করিব সম্ভাষণ;—
"বাসো বা না বাসো প্রিয়ে বিয়োগ বেদন !!"

২১০

কালের নিষ্ঠুর ক্রিয়া ভুলিয়া যখন,
অবশ নিদ্রায় তুমি ভুঞ্জিবে স্বপন;
তুমি আমি সেই যেন পূর্ব্বের সংসার,
সেই পূর্ব্ব আলাপন,
সেই প্রেমময় মন;—
অলীক ভেবো না হেন মিলনে আত্মার !
আমি কি ভুলিতে পারি প্রণয় তোমার ?

২১১

চাই না সে স্বর্গ, যথা না পাই তোমায় !
ভুলে কি আমার মন অমর-বালায় !
কোথায় পাইব প্রেম করুণ এমন !
নাই দুখ-লেশ যথা,
করুণা না বসে তথা;—
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম আস্বাদন !
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ !!

২১২

হে মাত ধরণি! বসি হৃদয়ে তোমার,
সুখে দুখে কিশোরাস্ম আহার আমার;
পরলোক পায়সান্ন নাহি চায় প্রাণ;
তব ভাল মন্দ যাহা,
আমায় অভ্যাস তাহা,
পরলোক,—পর-লোক সংশয়-নিদান,
বিশেষ তোমায় মম প্রিয়া বিদ্যমান!

২১৩

সব সুখ পারি ধরা ছাড়িতে তোমার,
কেমনে ছাড়িব হায় প্রেয়সী আমার!
স্থানান্তর হতে নারি, যাব লোকান্তর!
হে বিধাত নিবেদন,
এক যোগে দুই জন,
যাই যেন এক স্থানে বসি নিরন্তর;—
আর হিতাহিত সব তোমায় নির্ভর!

২১৪

আত্মার মিলন রস তুমি কর পান
প্রাণনাথ! জন্তু, নল-যন্ত্রের সমান!
হেন রসে অরি হবে না বাসি এমন;—

কিন্তু না বলিতে পারি,
লক্ষমুদ্রা-অধিকারী,
এক মুদ্রা নাশে ক্ষোভ বাসে কি সে জন ?
বিশেষত কার্য্য তব গঠন ভঞ্জন !

২১৫

হে প্রিয়ে অন্তরে তুমি হৈও না নিরাশ,
পায় না প্রেমীর প্রেম কখন বিনাশ;
কাম, লোভ, কোপ, হেয় বৃত্তি সমুদয়,
এরা চিরস্থায়ী নয়,
দেখ তার পরিচয়,
উদয় হইয়া পুন ত্বরা লয় পায়;
চির-বৃদ্ধি-শীল প্রেম পাই পরীক্ষায় !

২১৬

প্রেম যদি রয়, রবে অবশ্য ভাজন ;
আছে ক্ষুধা, নাই অন্ন, না হয় এমন ;
দুজনার প্রেমের ভাজন দুই জন ;
যে ভাবে থাকিব যথা,
থাকিব দুজনে তথা,
বিশেষ বিশ্বাস ইথে ধরে মম মন ;
আশা ছাড়া প্রেম হায় রহে কতক্ষণ !

২১৭

রেখে আশা ভবিষ্যতে প্রণয় অন্তরে,
প্রণয়িনি কাট কাল পুলকের ভরে ;
সাবধানে কর প্রেম পালন ধারণ;
প্রেমিকের করে ধরা
প্রেম কাঁচা পারা ভরা,
চঞ্চল হইলে তার তখনি পতন !
প্রেম রক্ষা করা প্রিয়া কঠিন এমন !

২১৮

সাগরে তরঙ্গ তত না হয় সঞ্চার,
উঠে যত তরঙ্গ ধরায় ঘটনার;—
জীবে জীবে বিচ্ছেদ ঘটায় সদা যায় ;
রোগ শোক বিড়ম্বনা,
কুলোকের কুমন্ত্রণা,
নিজ সুখ ভ্রমে মন দেহ সুখ চায়;
প্রেমরক্ষা এ সব বিভ্রাটে বড় দায় !

২১৯

শাস্ত্রে বলে জল হতে জন্ম পৃথিবীর;
আপন আক র-দোষে সে চির অস্থির;
তা হতে অস্থির আরো মানবের মন,—

যতক্ষণ নাই যাহা,
তত‍ক্ষণ প্রিয় তাহা,
ব্যবহার অন্তে তার অতি অযতন;—
হারায়ে ইচ্ছায় পরে পরম শোচন!

২২০

এ হেন জটিল কিছু ধরে এ সংসার?
যোগ্য যাহা মানব-মনের উপমার?
স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকে যে কিছু ব্যবস্থিত,
মানবের অভ্যন্তরে,
সে সব বিরাজ করে;—
ভাবিয়া আপন ভাব আপনি বিস্মিত!
গতি, মতি, রীতি, নীতি, বুদ্ধির অতীত!

২২১

এ হেন চঞ্চল যার অন্তর রচিত,
সে জীবে প্রণয় স্থির রয় কদাচিত;
বিশেষতঃ প্রেমে এক অরি আছে আর,—
দুজন দুজনে চায়,
তবু তায় প্রেম যায়,
অপ্রত্যয় সংশয় কারণ প্রিয়ে তার;
নাই প্রেমে হেন আর হেতু যাতনার!

২২২

"মনে ভালবাসে অন্যে, আমায় কথায়,"
এ সংশয়ে প্রেম কভু প্রেমী মারা যায় ;
প্রকাশিতে বাসি চিতে লাজ আপনার !
নিশ্চিত প্রমাণ নাই,
অথচ যে দিকে চাই,
দেখিবারে পাই যথা মনের সংস্কার ;—
পীত নেত্রে যথা পাণ্ডু রোগীর সংসার।

২২৩

প্রাণে গুপ্ত রবি করে প্রাণের দহন,
তরুর কোটর-গত অনল যেমন ;
অতি দুখে নিজ মৃত্যু বাঞ্ছা করে নরে ;
এ যাতনা পেলে প্রাণ,
মরণে না বাঁসে ত্রাণ ;—
বিঘ্নহীন হবে অরি নিজ মৃত্যু পরে !
অথচ না কিছু রুচি বাঁচিবার তরে।

২২৪

অথচ কি অপরূপ ব্যাপার ধরায়,
সত্য প্রেম যথা, সত্য সংশয় তথায় ;
আত্ম ভাবে পর ভাব তুলে নরগণ ;—

“আমি ভাল বাসি যারে,
সবে ভাল বাসে তারে,
অলৌকিক রূপে আমি বাতুল যেমন,
নিরখিয়া সে রূপ, সেরূপ অন্য জন !”

২২৫

প্রণয়-সংশয়ে আছে অপর কারণ ;—
নিজ ত্রুটি জ্ঞাত, যার না হয় পূরণ,
নিশি দিন সংশয়ে জ্বলিবে তার মন !
প্রেয়সীর বাঞ্ছা যাহা,
আমায় না পায় তাহা,
যার কাছে পেতে পারে কাছে হেন জন ;
কে না জানে তথা প্রেম যথা প্রয়োজন !

২২৬

হে হেন-অভাগ্য-জন দুখের আধার !
আপন অজ্ঞতা হেতু যাতনা তোমার !
শত ত্রুটি থাকে তব ক্ষতি নাই তায় ;—
জান না নারীর মন,
সুধু প্রেম-পরায়ণ,
প্রেম ভিন্ন রমণী না আর কিছু চায় ;—
সে প্রেমে ঢাকিবে তব ত্রুটি সমুদায় !

২২৭

কর অকপট প্রেম রমণীর প্রতি ;—
যদ্যপি জঘন্য হয় তোমার মূরতি,
তথাপি হেরিবে নারী সাক্ষাত মদন!
নাহি থাকে ভোগ সুখ,
পায় যদি শত দুখ,
প্রেম সুখে সে সবের রবে না স্মরণ!—
শ্রেষ্ঠ তব রবে না ধরায় অন্য জন!

২২৮

নারী প্রতি অপ্রত্যয় ভারতে যেমন,
আর নাহি লক্ষ্য হয় কোথাও এমন!
"কখন না বিশ্বাস করিবে ললনায়,"
একে একে জনে জনে,
সুধাইলে হিন্দুগণে,
এক বাক্যে এ কথায় সবে দিবে সায় ;—
ছোট বড় বিজ্ঞ অজ্ঞ প্রাচীন যুবায়।

২২৯

আপনার ঘর হয় কারাগার কার?
এ প্রহেলি উত্তর—"হিন্দুর মহিলার!"
কেন না বাহিরে যেতে অধিকার তার?

আত্মীয়-পুরুষ সনে,
কেন বাধা আলাপনে ?
কেন দোষ স্বামী সনে স্বাধীন ব্যভার ?
কেন অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভাব তার ?

২৩০

"স্বাধীন ব্যভারে হবে স্বভাব দূষিত,"
হায় হায় হেন ভ্রম অজ্ঞের উচিত !
বান্ধা-জল স্রোত-জল দেখেছে যে জন,
সে জেনেছে পরীক্ষায়,
কে আগে বিকার পায় ;
বহু দোষ তথা যথা বহু আবরণ !
কে দেখে উৎসুকে তত বিমুক্ত বদন ?

২৩১

মানব সম্ভাষ আশ মানবে কেমন !
সে জেনেছে যে বসেছে বিজনে কখন।
স্বাভাবিক আসক্তি রোধিবে সাধ্য কার ?
যদি রোধ কর তার
উচিত প্রচার দ্বার,
গোপনে কুটিল পন্থা করিবে প্রচার !
ক্ষত পথ-নিরোধিত ব্রণের প্রকার।

২৩২

তরু-ফল বৃদ্ধি পায় বসন বেষ্টনে,
কামিনীর কেশ বাড়ে কবরী বন্ধনে,
অনল সবল, পেলে ভস্ম আবরণ,
ঝড়ে বন নাড়ে যত,
তরু বদ্ধমূল তত,
সেতুর বাধায় হয় স্রোতের গর্জ্জন,
প্রতিরোধে প্রকৃতির প্রভাব বর্দ্ধন !!

২৩৩

প্রহার করিলে শিশু হবে সুশিক্ষিত,
সতী রবে রমণী রাখিলে আবরিত,
অজ্ঞ চিত এ সকল ভ্রমের ভাণ্ডার !
দৈত্য-শির-বিরাজিতা,
পেটিকায় নিরোধিতা,
ভাবো মনে সে ললনা আরব্য-কথার ;—
বুঝো মর্ম্ম স্মরি তার অঙ্গুরীর হার !!!

২৩৪

হেন দৈত্য-সম হয় আচরণ যার,
হেন দৈত্য-সম সে ভাজন বঞ্চনার !
আত্মীয় নিকটে অবগুণ্ঠন লম্বিত,

পথ দিয়া চলে যারা,
পরিচিত আছে তারা,
সে নারীর মুখ বুক কেমন রচিত !
গবাক্ষের দ্বার তার চির বিকশিত !

২৩৫

অজানিত অশিক্ষিত ভৃত্য হেন জন,
তার সনে করে বধূ হাস্য আলাপন,
আত্মীয়ের সম্ভাষণে বাধা সুধু তার !
প্রথম ঋতুতে ঢোল,
হুলাহুলি মহাগোল ;
ধন্য ধন্য বাঙ্গালীর লাজের প্রকার !!
কোথা আছে হেন বিসদৃশ ব্যবহার ?

২৩৬

সদা রক্ষণীয়া বটে রমণী ভর্ত্তার,—
সে রক্ষার মূল শিক্ষা স্বীয় ব্যবহার ;
হিতাহিত পাপ পুণ্য বুঝেছে যে জন,
স্বামী যার শুভাচারী,
শুভাচারী সেই নারী ;
আত্ম দোষী বৃথা করে নিগড় বন্ধন,
সে নিজ পাপজ মাত্র শঙ্কার লক্ষণ।

২৩৭

পাখী পালে যারা তারা জানে বিবরণ,
পোষমানা পাখী নাহি করে পলায়ন,
অবাধ্য নিরুদ্ধ পাখী নিয়ত চঞ্চল।
দম্পতীর প্রীতি যথা,
স্বাধীন ব্যভার তথা,
ঘটাইতে কভু নাহি পারে অমঙ্গল;
হিন্দু জনপদে হায়! সে প্রীতি বিরল!

২৩৮

মনে মনে অতি ফাঁক জায়ায় ভর্ত্তায়,
হেন সব বাহিরের আঁটা আঁটি তায়!—
হিন্দু দেশ ভাক্ত তায় হত হয় হায়!
একে নারী অশিক্ষিতা,
কুনিয়মে বিবাহিতা,
ব্যভিচারী পুরুষ এ দেশে সব প্রায়!
কার সাধ্য সতী রাখে বলে অবলায়?

২৩৯

সতীত্ব স্বধু কি হয় ধর্ম্ম রমণীর?
সতীত্ব কি ধর্ম্ম নয় পুরুষ জাতির?
উভয়ে সমান গণ্য পাপ ব্যভিচার।

পুরুষেরা অকাতরে,
কেন ব্যভিচারে তরে ?
কেন ধৃত দোষ স্থধু হয় ললনার ?
নাহি বুঝি সংসারের কেমন ব্যাভার !

২৪০

কি হেতু পুরুষ হেন গৌরব ভাজন ?
কি হেতু ললনা হেন জঘন্য গণন ?
চাই বটে উভয়েতে বিশেষ ইতর ;—
তথাচ না যোগ্য হেন,
এক জন রাজা যেন,
অন্য জন তার যেন বর্ব্বর কিঙ্কর !
কি লাজ পীড়ন হেন অবলার পর।

২৪১

কবে হায় ধরা হতে হবে অন্তরিত
সে নিয়ম, কেবল যা বলের স্থাপিত !
ন্যায়-প্রেম-পর কবে হবে নারী নর !
কবে পরস্পর প্রতি
ব্যবহারে হবে মতি,
আপনার প্রতি যথা চায় পরস্পর !
কবে হবে সকলে স্বভাব-পথ-চর !

২৪২

হায়! কেন এমন, না কিছু বুঝা যায়;—
প্রেম মাত্র যে জীবের সুখের উপায়,
প্রেমে জন্মে প্রেমে যার জীবন বাঁচায়,
উন্নতি বিচারি যার,
প্রেম দেখি মূলাধার,
সে জীবে লালসা কেন পরের পীড়ায়;
বিসদৃশ দৃশ্য হেন স্বভাবে কোথায়!

২৪৩

নখ শৃঙ্গ স্বাভাবিক শস্ত্র নাই নরে,
জীঘাংসুক জীবে যায় যুঝে পরস্পরে;
কি সুখে কি দুখে একা থাকিতে না চায়;
শুধু একতার বলে,
একাধিপ ধরাতলে;
আর সব জীববর্গ কিঙ্করের প্রায়;
একা হলে এক দিন প্রাণে বাঁচা দায়;

২৪৪

হেন নর চরিত্র চর্চ্চিয়া বিশেষত,
পাই অভ্যন্তর তার দ্বেষ-ভাবে রত;—
পিতা পুত্র পতি পত্নী সোদরা সোদর,

সবে পরস্পর প্রতি,
অন্যায় পীড়নে মতি ;—
স্নেহভাব যার, সে নিশ্চিত স্বার্থপর !
হায় অকপট প্রেম ! কোথা তব ঘর !

২৪৫

যে যার আয়ত্ত, করে তারে সে পীড়ন ;—
পীড়ন এ পৃথিবীর প্রভুত্ব লক্ষণ !
পরদুখ নিজে নাই ভাগ্য বাসি তায়,
আপনার দুখ যাহা,
পরে যদি পাই তাহা,
সে উদাহরণ হয় প্রবোধ উপায় ;—
কিন্তু মরি হেরি পর-সম্পদ হিংসায় !

২৪৬

রমণীয় যন্ত্র হেন মানব রচিত !—
হায় কোন এক তা'র কিলক গলিত !
নতুবা সম্ভব কিসে এ হেন বিকার ?—
পূর্ণ রূপে প্রয়োজন,
কভু নয় সম্পাদন ;
আছে কি এ হেন শিল্পী ধরাপরে আর,
যে করিতে পারে হেন যন্ত্রের সংস্কার ?

২৪৭

হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতী !
বিদরে হৃদয় ভাবি তোমার দুর্গতি !
বনস্পতি ঔষধি মধুর ফুল ফল ;
মধুময়ী স্রোতস্বতী ;
মধুর ঋতুর গতি ;
যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল ;
অমঙ্গল মূল মাত্র মানব কেবল !

২৪৮

প্রবঞ্চনা, অনাদর, তাচ্ছিল্য, পীড়ন,
কোপদৃষ্টি, কটু বাক্য, তাড়ন, বন্ধন,
হায় হায় কবে যাবে এ সব তোমার !
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে,
হয় ত্বরা প্রাণে মরে,
না হয় ভেষজ-বলে পায় প্রতিকার ;
নরে নর দংশিলে ঔষধ নাই তার !!!

২৪৯

নরের পীড়নে নর কাতর যখন,
পারো কি ধরণী ব্যথা হরিতে তখন !
ফুল্ল-ফুল-সৌরভ বা মধুর মলয়,

যে কিছু মধুর তব,
অতি তিক্ত হয় সব,
কিছুতে শীতল নয় তাপিত হৃদয় !—
চায় মৃত্যু—মৃত্যু তার আজ্ঞাকারী নয়।

২৫০

হায় হায় বিচিন্তিয়া কম্পিত অন্তর !—
শ্বাপদে শ্বাপদ হেন নরে হানে নর !
নিবিড় নিশীথে আসি দস্যু বধে প্রাণ !
সৈন্যদলে পরস্পরে
রণভূমে মারে মরে !
সংগোপনে ভোজনে শত্রুর বিষ দান !
হা অবনী কে অভাগা তোমার সমান !!

২৫১

এ সকল হয় চিতে যখন স্মরণ,
দুঃস্বপন হেন মানি মানব-জীবন ;
অথবা যামিনী যেন ঘোর ঝটিকার,
সমাধান শীঘ্র যত,
সুমঙ্গল মানি তত ;
হেরি ধরা যেন ধূম-পূরিত আগার,
নই সুস্থ যাবৎ না করি পরিহার !

২৫২

হে প্রেম করুণাপতি আনন্দ-কেতন!
এসো এসো ধরা পরে দে, দরশন!
তোমা বিনা কে হরিবে যন্ত্রণা ধরার!
বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি যত,
নরে নর দ্বেষী তত,
সভ্যতা প্রসূতি হায় দেখি খলতার!
হৃদে হলাহল, মুখ মধুর আধার!

২৫৩

দয়া দ্বেষ দোঁহে জন্মে নিজ-নিকেতনে,
ক্রমশ সঞ্চরে পরে বাহিরে ভুবনে;—
স্বজনে যে প্রেমী নয় সে কি হয় পরে?-
দম্পতি বিরুদ্ধ যথা,
পূর্ণ পরিমাণে তথা,
কখন না হয় স্নেহ সন্ততির পরে!—
কেমনে তা দিব পরে নাই যাহা ঘরে!

২৫৪

অতএব সযতনে নরনারীগণ!
দাম্পত্য-প্রণয় লাভে লুব্ধ কর মন;
অকপট প্রেম যদি হয় ঘরে ঘরে;—

শত্রু মিত্র বা উদাসী
প্রতিবাসী ধরাবাসী,
ক্রমে সবে সেই প্রেম সঞ্চারিবে পরে;—
প্রবাহিত নদী যথা জন্মিয়া নির্ঝরে।

২৫৫

প্রতিগৃহ যদি প্রেম-নিকেতন হয়,
কেন প্রেম তবে না রটিবে ধরাময়?
কখন নির্দ্দয় নয় প্রেমিকের মন;—
বহ্নি আর বারি যথা,
প্রেম নিষ্ঠুরতা তথা,
একাধারে নাহি রয় উভয় কখন;—
প্রেমিকের সব জনে প্রেম আচরণ।

২৫৬

মকরন্দ-পূর্ণ অরবিন্দ সুকোমল,
সুকোমল সুরসাল কমলার ফল,
কোমল প্রভাত-তারা অমল তরল,
প্রবালের আভা ধারী
কোমলা নবীনা নারী,
আরো সুকোমল তার কপোল যুগল,
এ হতে প্রেমীর প্রাণ অধিক কোমল